ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-314 ■ 24 August, 2025 ■ আগরতলা ২৪ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ৭ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ত্রিপুরাকে একটি মডেল রাজ্যে রূপান্তরে চারটি স্তম্ভ একযোগে কাজ করুক ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

জনগণ যাতে বিচার পেতে হয়রানির শিকার না হয়, নিশ্চিত করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

মোহনপুরে নতুন আদালতের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট।। বিচার প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ, দ্রুত এবং সাধ্যের মধ্যে হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। মানুষ যাতে বিচার পেতে হয়রানির শিকার না হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশি রাজ্যের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। আজ পশ্চিম জেলার মোহনপুর মহকুমায় সাব ডিভিশন্যাল জুডিশিয়্যাল ম্যাজিস্ট্রেট ও সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) কোর্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ সাব ডিভিশন্যাল জুডিশিয়্যাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের উদ্বোধন মোহনপুরের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে এই কোর্ট ভবন তৈরির পরিকাঠামো করা হয়েছে। আমাদের আটটি জেলায় জেলা আদালত রয়েছে। রাজ্যের ২৩টি মহকুমার মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫টি সাব ডিভিশন্যাল জুডিশিয়্যাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট হয়েছে। এরমধ্যে আজ মোহনপুরে নতুন সংযোজন হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষ যাতে তাড়াতাড়ি বিচার প্রক্রিয়ার সুফল পায় এবিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উন্নয়ন, পরিকাঠামো, নিরাপত্তা, আত্মনির্ভরতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের আরো উপরের দিকে যেতে হবে। দেশের গণতন্ত্র ব্যবস্থা চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। দেশের উন্নয়নে বিচার বিভাগের একটা বড় দায়িত্ব রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে বিকশিত ত্রিপুরা ও বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ চলছে। গতকালই বিকশিত ত্রিপুরা ২০৪৭ এর নির্দেশিকা প্রকাশ করেছি আমরা। আর সেই দিশায় কাজ করছে সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সমস্ত গোষ্ঠীর উন্নয়ন, মহিলা ক্ষমতায়ন, সমাজ কল্যাণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে বর্তমান সরকার। আর এসব একমাত্র সম্ভব হচ্ছে স্বচ্ছ ও সুশাসন নীতির কারণে। আগামীদিনে ত্রিপুরার ভবিষ্যত খুবই উজ্জ্বল।

২০২৩ - ২৪ অর্থবর্ষে জিএসডিপি প্রায় ১৪.২১ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ত্রিপুরা সারা দেশের মধ্যে টপ পারফর্মিং স্টেট হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এটা আমাদের জন্য খুবই গর্বের বিষয়।

আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিচার বিভাগ সহ সমস্ত দপ্তরে উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। ত্রিপুরার জনসাধারণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। ডাঃ সাহা বলেন, মোহনপুর মহকুমায় এখন ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। বিচার প্রক্রিয়ার জন্য আগে অনেক পয়সা খরচ করে আগরতলায় যেতে হতো এখানকার মানুষের। সেই জায়গায় এখন এখানেই বিচার পাবেন মানুষ।

ত্রিপুরা ক্ষুদ্র রাজ্য হলেও এর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন বাইরের মানুষ। ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত প্ল্যানারী সেশনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং আধিকারিকগণ এসেছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও এসেছিলেন। আর এধরণের প্ল্যানারী সেশন বারবার যাতে ত্রিপুরায় হয় সেকথা বলছিলেন তাঁরা। কারণ স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে আমরা মন্ত্রী থেকে শুরু করে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্র্যাম্পের ট্যারিফ ইস্যুতে জয়শঙ্কর

রুশ তেল কেনা নিয়ে ভারতের সঙ্গে কোন আলোচনা হয়নি

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট।। রাশিয়া থেকে তেল আমদানি করার জন্য ভারতের ওপর অতিরিক্ত ট্যারিফ চাপানোর সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো পূর্ব আলোচনা বা যোগাযোগ ছিল না বলে জানিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর। শনিবার ইকোনমিক টাইমস ওয়ার্ল্ড লিডার্স ফোরাম ২০২৫-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের আগে ভারতের সঙ্গে রুশ তেল কেনা নিয়ে কোনো ধরনের কথা হয়নি। ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি ভারতের পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ ট্যারিফ আরোপ করেছে এবং রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানির কারণে আরও অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ ট্যারিফ চাপানো হয়েছে। এই ঘটনাকে একটি একতরফা ও জনসমক্ষে প্রকাশিত সিদ্ধান্ত বলে ব্যাখ্যা করেছেন জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, "আমরা আগে কখনো এমন কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট দেখিনি যিনি এতটা প্রকাশ্যভাবে নিজের বিদেশনীতি ও ঘরোয়া নীতিকে পরিচালনা করেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই ধরনের প্রকাশ্য ও একপাক্ষিক কূটনীতিক পদক্ষেপ গোটা বিশ্বের কাছেই নতুন এবং অস্বস্তিকর এক বাস্তবতা তৈরি করছে।" জয়শঙ্করের মতে, ট্রাম্প প্রশাসন প্রায়শই কোনো আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্তের প্রথম ঘোষণা জনসমক্ষে করে থাকে, সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে পরে আলোচনা হয় এটি সাধারণ কূটনৈতিক প্রথা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুতি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "যে বিষয়গুলো আগে গোপনীয় আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হতো, এখন তা প্রেস কনফারেন্স বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রথমবার প্রকাশ পাচ্ছে, এবং পরে দেশগুলিকে জানানো হচ্ছে। এটা শুধু ভারতের জন্য নয়, বরং গোটা বিশ্বেই কূটনৈতিক যোগাযোগের এক নতুন জটিলতা সৃষ্টি করছে।"

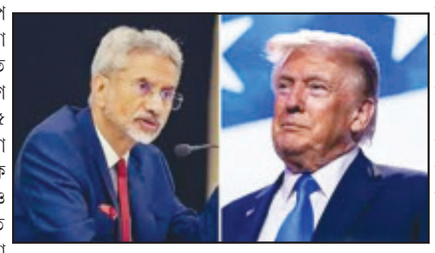

জয়শঙ্কর বলেন, ট্রাম্পের এই ধরনের ট্যারিফ কৌশল একেবারে নতুন, যেখানে শুধু বাণিজ্য নয়, অ-বাণিজ্যিক বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করতেও আমদানি শুল্ক ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, "এই পরিস্থিতিতে আমাদের কিছু রেড লাইন রয়েছেযেমন কৃষক, ক্ষুদ্র উৎপাদকদের স্বার্থ এবং জাতীয় স্বার্থযা আমাদের রক্ষা করতেই হবে।" রাশিয়া থেকে তেল আমদানির ইস্যুকে কেন্দ্র করে ভারতের বিরুদ্ধে যে চাপ তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে জয়শঙ্কর প্রশ্ন তোলেন যে, কেন একই যুক্তি চীন বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। তিনি বলেন, "বিশ্বের বৃহত্তম তেল আমদানিকারক চীন এবং বৃহত্তম এলএনজি আমদানিকারক ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রেই যদি এই যুক্তিগুলি কার্যকর না হয়, তাহলে ভারতের বিরুদ্ধে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে পক্ষপাতের গন্ধ পাওয়া যায়।"

জয়শঙ্করের বক্তব্য স্পষ্ট করে দেয় যে, বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক নতুন ধরণের জটিলতায় পড়েছে, যেখানে প্রচলিত নিয়মনীতি এবং আলোচনার রীতি উপেক্ষিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এই নতুন বাস্তবতা ভারতের মতো দেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ, তবে ভারতের অবস্থান স্পষ্টজাতীয় স্বার্থ ও নীতিগত অবস্থানে কোনো রকম আপস করা হবে না।

বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা

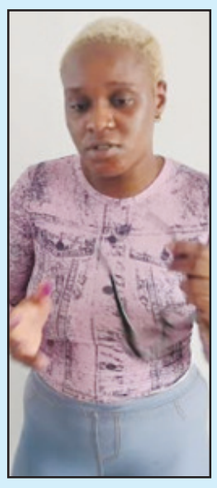

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট।। *শিক্ষককতা থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও গত ৩ বছর ৮ মাস যাবত বিনা স্বার্থে, বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দানের মতো পবিত্র কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন রত্না চন্দ।*

তিনি বামনছড়া গ্রামে অনন্ত সাধু আশ্রম সংলগ্ন বাসিন্দা। উনার বর্তমান বয়স ৬৪ বছর। বর্তমান সময়ে শিক্ষাঙ্গনে বহু স্কুল গুলিতে কর্মরত শিক্ষক শিক্ষিকা যেখানে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করার অভিযোগ পাওয়া যায়, সেখানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রত্না চন্দ অবসর গ্রহন করার পরও সম্পূর্ন দায়িত্ব সহকারে কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই গত প্রায় ৪ বছর ধরে চলুবাড়ি হাই স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, যা আজকের দিনে শিক্ষক শিক্ষিকাদের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়মিতকরণের দাবি জানালো টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট।। ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন পুরানো পেনশন নীতি চালু করা এবং নিয়মিতকরণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষ এগিয়ে গেলেও ত্রিপুরায় টেট টিচার্সদের বঞ্চনা অব্যাহত রয়েছে। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলে ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা বলেন, টিপিএসসি, টি আরবিটি সহ বিভিন্ন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সার্ভে চলাকালীন ৩০ লক্ষ টাকার ড্রোন ভাঙচুর, দুই যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট।। ডিজিটাল যুগে আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আগর প্লান্টেশনের সার্ভেতে ব্যবহার করা হচ্ছে আকাশে উড়ন্ত ড্রোন। কিন্তু সেই ড্রোন নিয়েই ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ঊনকোটি জেলার গৌরনগর ব্লকের অধিনে থাকা কৈলাশহরের ইয়াজে খাওরা গ্রাম পঞ্চায়েতে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা আগর প্লান্টেশন সার্ভে করতে গেলে স্থানীয় দুই যুবকের বাধার মুখে পড়ে ভাঙচুরের শিকার হয় একটি ড্রোন। ক্ষতিগ্রস্ত ড্রোনটির বাজারমূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। সূত্রে জানা যায়, ওইদিন সার্ভে চলাকালীন শ্রীনাথপুর এলাকার দুই যুবকআব্দুল

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্টেশনে আটক নাইজেরিয়ান মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৩ আগষ্ট।। বিলোনিয়া সীমান্ত এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশ কোন মতেই বন্ধ হচ্ছে না। এক নাইজেরিয়ান মহিলাকে আটক করল বিএসএফ ও জিআরপি। বিএসএফ এবং জিআরপি যৌথ ভাবে ওই মহিলাকে বিলোনিয়া রেল স্টেশনে আটক করে।

জানা গিয়েছে, তার কাছে প্রায় চার হাজার টাকা বাংলাদেশী এবং ভারতীয় মুদ্রা চার হাজার পাওয়া যায়। কিছু না বললেও সন্দেহ করা হচ্ছে বিলোনিয়ার কোন না কোন সীমান্ত ব্যবহার করে সে বাংলাদেশ থেকে বিলোনিয়া এসেছে। আরও জানা গিয়েছে, রেলে করে ওই মহিলা আগরতলা হয়ে দিল্লিতে যাবে। আটক হওয়ার পর মহিলার উদ্যত আচরণ লক্ষ্য করা যায়। পরে জিআরপি থানা মহিলাকে বিলোনিয়া আদালতে প্রেরণ করলে আদালত তাকে জেল হেফাজতে পাঠায়। ওই ঘটনায় আরেকবার প্রমাণিত হয় বিলোনিয়া সীমান্ত সম্পূর্ণ সুরক্ষিত নয়। এক্ষেত্রে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর গাফিলতি আবারো প্রকাশ্যে আসে।

উত্তরাখন্ডের চামেলিতে মেঘভাঙার তান্ডব

কিশোরীর মৃত্যু, বহু বাড়িঘর দোকান ক্ষতিগ্রস্থ, উদ্ধার কার্যে সেনাবাহিনী

চামোলি, ২৩ আগস্ট।। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার থারালি তহশিলে শুক্রবার গভীর রাতে ভয়াবহ মেঘভাঙার ঘটনা ঘটে, যার ফলে পুরো এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। রাত প্রায় ২টা নাগাদ প্রবল বর্ষণের পর টুনরি গধেরা নামে একটি পাহাড়ি নালা হঠাৎ করেই উপচে পড়ে। তীব্র জলস্রোত বয়ে নিয়ে যায় কাদামাটি, পাথর ও অন্যান্য ধ্বংসস্তূপ, যা থারালি শহরের আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকায় ঢুকে পড়ে। এর ফলে বাজার, তহশিল কমপ্লেক্স, সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের আবাসন, দোকানপাট, যানবাহন এমনকি বহু সাধারণ মানুষের বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাগওয়ারা গ্রামে একটি বাড়ি ধসে পড়লে এক কিশোরী ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে প্রাণ হারান। অন্যদিকে, চেপডো গ্রাম ও বাজার এলাকায় একজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এই দুর্যোগের পর জেলা প্রশাসন, এসডিআরএফ, পুলিশ ও সেনাবাহিনী রাতেই তৎপর হয়ে ওঠে। তবে মেঘভাঙার পরপরই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উদ্ধারকাজে অনেকটা দেরি হয়। সেনাবাহিনীর রুদ্রপ্রয়াগ এবং জোশীমঠ ইউনিট থেকে প্রায় ৫০ জন সেনা সদস্য, চিকিৎসক দল, সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ ডগ ও ড্রোন নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে লিপ্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে বহু মানুষকে তাঁদের বাড়ি থেকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং প্রশাসনের তরফে একাধিক ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে, যেখানে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য খাওয়াদাওয়া, চিকিৎসা ও আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়াও, থারালি-গওলদাম জাতীয় সড়ক সহ থারালি-সাগওয়ারা ও ডুঙ্গরি মোটর রাস্তাও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেছে ধ্বংসস্তূপ জমে যাওয়ার কারণে। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায় উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। জেলার তিনটি ডেভেলপমেন্ট ব্লকে শনিবার সমস্ত স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। চামোলির জেলা শাসক সন্দীপ তিওয়ারি ও অতিরিক্ত জেলা শাসক বিবেক প্রকাশ সকালে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক ঝামেলার জেরে

ছোট ভাইয়ের উপর এসিড নিক্ষেপ বড় ভাইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৩ আগষ্ট।। পারিবারিক ঝামেলার জেরে ছোট ভাইয়ের উপর এসিড নিক্ষেপ বড়ো ভাইয়ের। তাতে নষ্ট হয়ে যায় একটি চোখ। শনিবার দুপুরে এমনটাই অভিযোগ তুলে বিলোনিয়া থানায় মামলা দায়ের করেন ছোট ভাই। ওই ঘটনা বিলোনিয়া সুভাষ নগর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ছোট ভাই পরিমল দেবনাথ জানান, ঘটনার সূত্রপাত গত একমাস আগে। বড় ভাই সুবল দেবনাথ নাকি ছোট ভাই পরিমল দেবনাথের ছেলের বউকে ও মারধর করেন। মারধরের বিষয় নিয়ে বিলোনিয়া মহিলা থানাতে মামলা দায়ের হওয়ার পর এরপরেই সুভাষ নগর পঞ্চায়েতে বসে উভয় পক্ষের ঘটনা মীমাংসা হয়। মীমাংসার এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই মদমত্ত অবস্থায় সুবল দেবনাথ প্রতিনিয়ত অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে পরিমল দেবনাথ ও তার পরিবারকে। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ছোট ভাই পরিমল দেবনাথ বড় ভাই সুবল দেবনাথ এর কাছে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার কারণ জানতে গেলে তখনই সুবল দেবনাথ পরিমল দেবনাথের উপর এসিড ছুড়ে মারে পরিমল দেবনাথের উপর। সাথে সাথে পরিমল দেবনাথকে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক স্থানান্তরিত করে দেয় শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে।

শনিবারে হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে আহত পরিমল দেবনাথ সোজা চলে আসে বিলোনিয়া থানাতে। সুষ্ঠু বিচার চেয়ে লিখিত ভাবে বড় ভাই সুবল দেবনাথের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে বিলোনিয়া থানায়।

এডিসি দিবসে আইপিএফটির সমাবেশ

গণতান্ত্রিক লড়াই জারি রাখার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগষ্ট।। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার দলকে দুর্বল করার চেষ্টা করলেও এখন আইপিএফটি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আগামীদিনে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়াই জারি থাকবে। আজ এডিসি দিবসকে সামনে রেখে আগরতলায় জনসমাবেশে এমনটাই দাবি করলেন দলের সাধারণ সম্পাদক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, ২০০৯ সালে স্বর্গীয় এন.সি. দেববর্মার নেতৃত্বে আইপিএফটি'র পথ চলা শুরু হয়েছিল। শুরু থেকেই দলের মূল দাবি ছিল স্বশাসিত জেলাকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া। সেই দাবি আজও দল অটুট রয়েছে। তারপর থেকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি।

তিনি কটাক্ষ, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার বারবার আইপিএফটি-কে দুর্বল করতে চেয়েছে। ২০১৬ সালে আগরতলায় আমাদের জনসমাবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। এমনকি সিপিএমের ক্যাডাররা আমাদের কর্মীদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু আজ ২০২৫ সালে আমরা আবার জনসমাবেশ করছি। এটি প্রমাণ করেআইপিএফটি ফিরে এসেছে।।মন্ত্রী জানান, দলের নেতৃত্ব ও সমর্থকরা আজ আবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আগামীতেও গণতান্ত্রিক পথে নিজেদের দাবি আদায়ের লড়াই অব্যাহত থাকবে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইপিএফটি সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,২৪ আগস্ট,২০২৫ইং
৭ ভাদ্র, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

"ডিজিটাল অ্যারেস্ট" প্রতারণা

ডিজিটাল অ্যারেস্ট কেলেঙ্কারি ভয়ংকর আকার ধারণ করিয়াছে। অসংখ্য মানুষ এই প্রতারক চক্রের খপ্পরে পড়িয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার ও প্রশাসন কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে। সাইবার অপরাধ কমাইতে হইলে একদিকে যেমন প্রশাসনকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে অন্যদিকে জনগণকে সচেতন হইতে হইবে। জনসচেতনতা বাড়াইবার জন্য সরকারকেও আরো নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ গলিতে হইবে।

ভারতে সাম্প্রতিক সময়ে ডিজিটাল অ্যারেস্ট কেলেঙ্কারি নামে এক নতুন ধরনের সাইবার অপরাধের ঢেউ দেখা যাইতে। প্রতারকেরা এক্ষেত্রে পুলিশ বা সরকারি আধিকারিকের ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাইয়া মোটা অঙ্কের টাকা হাতাইয়া নিতেছে। এই কেলেঙ্কারির কারণে ইতিমধ্যেই আমজনতার কয়েকশো কোটি টাকা খোয়া গিয়াছে। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেশব্যাপী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।মুম্বই সাইবার পুলিশ সম্প্রতি ২০ বছর বয়সী কার্তিক চৌধুরী নামে একজনকে গ্রেফতার করিয়াছে। অভিযুক্ত এমন একটি চক্রকে সাহায্য করিয়াছিল, যাহারা ৮১ বছর বয়সী এক বৃদ্ধার কাছ থেকে ৭.৮ কোটি টাকা প্রতারণা করিয়াছে। প্রতারণা চক্রটি জাল বার্তা ও কলের মাধ্যমে বৃদ্ধাকে গ্রেফতারের হুমকি দিয়া তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হাতাইয়ায়ে নেয়। অভিযুক্ত কার্তিক একজন মিডলম্যান হিসাবে কাজ করিয়াছিল এবং বিনিময়ে কমিশন পাইয়াছিল। বেঙ্গালুরু, দিল্লি, হায়দরাবাদ এবং চেন্নাইসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একই ধরনের কেলেঙ্কারির খবর সামনে আসিয়াছে। শুধুমাত্র ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে ডিজিটাল অ্যারেস্ট কেলেঙ্কারির কারণে ১২০.৩ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। এই প্রতারকেরা সাধারণত টার্গেটকে ফোন করিয়া দাবি করে যে তাহাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, আধার নম্বর বা ক্যুরিয়ার প্যাকেজ ফৌজদারি মামলায় জড়িত গিয়াছে। এরপর জরিমানা পরিশোধ না করিলে তাৎক্ষণিক গ্রেফতারের হুমকি দেওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে জাল ডিজিটাল অ্যারেস্ট লেটার-ও পাঠানো হয়। এসব জানিতে পারিয়াই সরকার স্পষ্ট জানাইয়াযছে, কোনও সরকারি সংস্থা এমন ডিজিটাল গ্রেফতারি নোটিশ জারি করে না। এক্ষেত্রে নাগরিকদের সতর্ক থাকিবার আহ্বান জানানো হইয়াছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই অপরাধ দমনে একটি বহুস্তরীয় কৌশল গ্রহণ করিয়াছে। এর মধ্যে রহিয়াছে- ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল এবং হেল্পলাইন ১৯৩০ এর মাধ্যমে দ্রুত অভিযোগ দায়েরের ব্যবস্থা। সিটিজেন ফিনান্সিয়াল সাইবার ফ্রড রিপোর্টিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সন্দেহজনক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করিয়া ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ উদ্ধার করিয়াছে।দেশব্যাপী প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি ৯.৪২ লক্ষেরও বেশি সিম কার্ড এবং ২.৬৩ লক্ষ আইএমইআই ব্লক করিয়াছে যাহা সাইবার অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিল। টেলিকম অপারেটররা ভারতের নম্বর নকল করিয়া আসা আন্তর্জাতিক কল বন্ধ করিবার জন্য সরকারের সঙ্গে কাজ করিতেছে। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, মেট্রোয় ঘোষণা, প্রসার ভারতীর মাধ্যমে সম্প্রচার এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জনসচেতনতা বাড়াইতে অভিযান চালানো হইতেছে।ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার এবং এর সাইবার ফ্রড মিটিগেশন সেন্টার ব্যাঙ্ক, টেলিকম অপারেটর এবং রাজ্য পুলিশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতেছে। পুলিশ ইউনিটগুলিকে দ্রুত তদন্ত ও প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হইতেছে।মুম্বইয়ের ঘটনাটি মনে করাইয়া দেয় যে সাইবার অপরাধীরা তাহাদের কৌশল ক্রমাগত পরিবর্তন করিতেছে। তবে সরকারি তদন্তকারী সংস্থাগুলিও দ্রুত ও স্মার্টভাবে কাজ করিতেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ব্যাপক প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যেই ফলাফল মিলিয়াছে। তবে এক্ষেত্রে নাগরিকদের সবসময় মনে রাখা উচিত যে কোনও সরকারি সংস্থা ফোন বা অনলাইন নোটিসের মাধ্যমে কখনই টাকা চাইবে না। এমন কোনও প্রস্তাব সন্দেহজনক মনে হইলে সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩০ হেল্পলাইন নম্বরে পোর্টালে রিপোর্ট করা উচিত। এই অভিযান অব্যাহত থাকায়, ভারত একটি নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছে যেখানে প্রতারকদের দুর্বলদের ভয় দেখাইয়া লুঠের সুযোগ কমিয়াছে।সাইবার সংক্রান্ত যেকোনও উদ্বেগের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছে। সুরক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে অবশ্যই জনগণকে সচেতন হইতে হইবে। জনগণ সচেতন না হইলে শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগ এই প্রতারণার হাত হইতে জনগণকে রক্ষা করা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। মনে রাখিতে হইবে সচেতনতাই হইল এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা ও প্রতারক চক্রের হাত হইতে রক্ষা পাইবার অন্যতম উপায়।

বাংলাভাষার প্রতি বাঙালির উপেক্ষাও কম নয়

স্বপনকুমার মণ্ডল

নবান্নে পাঠানো দিল্লি পুলিশের একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি বাংলা ভাষা নিয়ে এ দেশের বাঙালিদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। চিঠিতে বাংলা ভাষাকে "বাংলাদেশি ভাষা" বলায় স্বাভাবিকভাবেই বাঙালিমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া জেগে উঠেছে। ভাষাকে অস্বীকারের মাধ্যমে বাঙালির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলার বিষয়টি আপনাতেই বাঙালিবিদ্বেষী মনোভাবকে সক্রিয় করে তোলে। অথচ বাঙালির মাতৃভাষা যে ক্রমশ মাতৃত্বহীনতার শিকার হয়ে চলেছে, সেদিক সচেতনতার তীব্র অভাব আমাদের চোখে পড়ে না। আসলে আমাদের ভাষা নিয়ে আমরা অনেকটাই ভাষাহীন নীরবতা পালন করি। যে যেভাবে পারছে, বুঝছে, শুনছে বা দেখছে, সবেতেই হ্যাঁ সূচক সম্মতি চোখেমুখে। বিশেষ করে নিজের ভাষার প্রতি বাঙালি বড় উদাসীন। প্রাচুর্যের উদাসীনতা স্বাভাবিক, কিন্তু স্বতন্ত্র আভিজাত্যের পক্ষে তা কখনওই গর্বের বিষয় নয়। 'আ মরি বাংলা ভাষা'র প্রতি অমোঘ আবেগ আমাদের উদাসীনতাতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সেখানে ভাষা আন্দোলন থেকে দেশোদ্ধার, দেশদেশান্তরে বাঙালির বিস্তৃতি থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রভৃতি বাংলা ভাষার গৌরব ও সৌরভ যত মুখরিত হয়েছে, ততই তার ভাষা সচেতনতায় উদাসীনতা নেমে এসেছে। প্রাচুর্য্য গরিমাবর্ধক হলেও তাতে উদাসীনতা অনিবার্য। সেক্ষেত্রে বাঙালির ভাষা জ্ঞান এখন ভাসা ভাসা। মাতৃভাষার সঙ্গে ভাষার পার্থক্যটি সেখানে লোপ পেতে চলেছে। মাতৃভাষার গৌরববোধই তার ভাষিক চেতনায় ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। আসলে মা আর মাতৃত্ব যেমন এক নয়, ভাষা ও মাতৃভাষাও স্বতন্ত্র। রামপ্রসাদী গানের কথায় আছে, "মা হওয়া কি মুখের কথা। কেবল প্রসব করলেই হয় না মাতা" কথাটি ধ্রুব সত্য। জন্ম দিলে মা হওয়ার প্রচলিত ধারণার ফাঁকটি সেখানে প্রকট হয়ে ওঠে। মায়ের গরিমা তার মাতৃত্বে। সেই মাতৃত্ববোধ সব মায়ের মধ্যে থাকে না। সম্পর্কের আত্মিক যোগে ও তার আন্তরিক বিস্তারেই তার সৌরভ। পশুরাও মা হয়, কিন্তু তাদের মাতৃত্ব অচিরেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। কেননা তাদের মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটি শুধু ক্ষণস্থায়ীই নয়, মাতৃত্বও সেখানে অস্বীকৃত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে সেই মাতৃত্বের সম্পর্ক আজীবন থাকে। অন্যদিকে মা হলেই মাতৃত্ব থাকে না। সন্তানের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ নিবিড় না হলে তার মাতৃত্ব জাগে না। সন্তানের মা হলেও সেই মায়ের মাতৃত্ব আত্মসংযোগে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। সেখানে সম্বন্ধে মায়ের চেয়ে সম্পর্কে মা হওয়া জরুরি। অনেক মা-ই সম্বন্ধে মা হলেও আত্মিক সম্পর্কের অভাবে মাতৃত্বহীন মা হয়ে থাকে।

আমাদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষণীয়। সেক্ষেত্রে বাংলা শুধু বাংলার ভাষা নয়, বিশ্বের আপামর বাঙালির মাতৃভাষা। বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গে তার আত্মিক সংযোগ মায়ের সম্বন্ধে নয়, মাতৃত্বের সম্পর্কে। বাঙালিত্বের পরিচয়ে তার মাতৃভাষার অসপত্ন অধিকার। অন্যদিকে বাংলা একটি অভিজাত ভাষা, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার শিল্প-সাহিত্যের বিস্তার ও বৈভব আবিশ্ব পরিচিত। কিন্তু সে আভিজাত্য যেভাবে পরমুখাপেক্ষী হয়েছে, সেভাবে বাঙালির মুখে বিকশিত হয়নি। আমাদের ভাষার ঐশ্বর্য বিস্তারের দিকে যতটা আমরা মুখিয়ে থাকি বা থাকতে ভালোবাসি, ততটা অন্যদের ভাষার ঐশ্বর্যকে আপন করায় সক্রিয় হতে পারিনি। অনুবাদের মাধ্যমে সেসব সম্পদ স্বদেশীয় ভাষায় আজও অধরা মাধুরী। বাংলাদেশের পক্ষে যাকিছু হয়েছে, এপার বাংলায় তাও লক্ষ করা যায় না। এজন্য বাঙালির আপনাতে আপনি তুষ্ট প্রকৃতি নিজের ভাষার ক্ষেত্রে শুধু উদাসীনতাই বয়ে এনেছে, বাংলাকেই বাঙালি মাতৃভাষার পরিবর্তে ভাষা করে তুলেছে। এই মানসিকতার মূলেই রয়েছে নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে আত্মিক সংযোগের তীব্র অভাব। সেখানে ভাষার সঙ্গে মাতৃভাষার পার্থক্য বোঝা যায় না। অন্যদিকে মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতায় তার ভাষিক চেতনায় আত্মিক যোগের অভাবে তার আভিজাত্যবোধ জেগে ওঠে না, উল্টে কাজের ভাষার চাহিদায় মাতৃভাষার প্রতি বিমুখতা স্বাভাবিক মনে হয়। বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই তা প্রতীয়মান। বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালির মায়ের যোগ অমর একুশের দৌলতে মুখর হলেও তা অন্তরে স্থায়ী হতে পারেনি। কেননা মায়ের সম্বন্ধ অনাদরে উপেক্ষায় একসময় লোকে ভুলে যায়, মনে রাখতে চায় না। অথচ মাতৃত্বের স্মৃতি আজীবন বহন করে, আপন করে রাখে আজীবন। সেই মাতৃত্বের অভাবে অমর একুশে, উনিশে মে বা ১ নভেম্বরের গৌরব আমজনতার মধ্যে বিস্তার লাভ করেনি, শিক্ষিত সুধীজনের মধ্যেও তার পরিচয় আন্তরিক নয়। সেখানে মাতৃত্বের পরশে মাতৃভাষার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বা আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়ার আন্তরিকতার বড় অভাব। "কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,। বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া"র অন্ধ আনুগত্য বা "তোমার গরবে, গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে"র আত্মিকতাও কোনোটাই জরুরি নয়। কেননা তার আনুগত্যে আবেগ আছে, যুক্তি নেই, তার আত্মিকতায় একাত্মতা আছে, স্বতন্ত্র সৌরভ নেই। সেখানে আমার মাতৃভাষা আমার অস্তিত্বই শুধু নয়, সন্তানের কাছে সবার সেরা মায়ের মতো গৌরব তার। বাঙালির মাতৃভাষার চেতনায় সেই আত্মিক অস্তিত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ববোধ দুটিরই সক্রিয়তার অভাব এখন আরও প্রকট। উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় বাংলা ভাষাকে বনেদি আভিজাত্যে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই ভাষা বিশ্বের একটি সমৃদ্ধিশালী ভাষায় পরিণত হয়েছে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষায় পরিণত হয়েছে, আবার তাতে নির্বিকার উদাসীনতাও নিবিড় হয়ে উঠেছে। সেখানে বাঙালির ভাষা নিয়ে কোনো রূপ অস্মিতাবোধে আভিজাত্য প্রকাশ পায় না, নিজের মাতৃভাষার মধ্যেও নিজের ভাষা খুঁজে পায় না। শ্রেষ্ঠত্ববোধে পারলে ইংরেজির মতো বিজাতীয় ভাষাতে বাঙালিই বাংলা ভাষার দীনহীন অস্তিত্বকে জাহির করে। আসলে বাঙালিদের সঙ্গে তার মাতৃভাষার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়েছে। এজন্য পুরনো ধারণাতেই বাংলা ভাষার গর্ব ও গৌরবের ঐতিহ্যের ধারাকে আমরা অভ্যাসের বশে বয়ে চলেছি, নতুন করে আর "মোদের গরব, মোদের আশা। আ মরি বাংলা ভাষা"র আবেদনকে নিবিড় করতে পারি না। সেখানে বাংলা ভাষার দীনতা নয়, বাঙালির মনের হীনতাবোধই দায়ী। শ্রদ্ধাবোধের অভাব হলে অনাদর বা উপেক্ষাই শুধু স্বাভাবিক হয়ে আসে না, উদাসীনতাও অনিবার্য হয়ে ওঠে, দুর্বলতাও সক্রিয় হয়। সেই বাঙালির মাতৃভাষার সেই শ্রদ্ধাবোধের অভাবের মুলে তার সেই মাতৃত্ববোধের তীব্র সংকট। তার মায়ের সম্বন্ধ মাতৃত্বের সম্পর্কে পৌঁছায় না। শৈশবের মাতৃত্বকে মানুষ আজীবন মনের মধ্যে শ্রদ্ধায়, সম্মানে ও ভালবাসায় ধারণ করে চলে। সেখানে আমার মা আমারই মা-এর গৌরব আজীবন সৌরভ ছড়িয়ে যায়। সেই মা সবার থেকে ভালো কিনা বড় কথা নয়, আমার কাছে বড়'র চেতনা সদা সক্রিয়। সেই সক্রিয়তার অভাবে বাংলা আজ সম্পদশালী ভাষা হলেও বাঙালির মাতৃভাষায় গৌরাবান্বিত হয় না। মায়ের গৌরব মাতৃত্বের বিস্তারে। আবার সেই মাতৃত্বের মহত্ব প্রসব না করেও হতে পারে। সারদা দেবীর মতো সবার মা হওয়ার গৌরব শুধু সারদা মায়ের নয়, সমগ্র মাতৃকুলের। সেক্ষেত্রে একের মা অনেকের মা হতে পারে। আর তা হতে পারে মাতৃত্বের আপনত্ববোধে। বাংলা ভাষাকে যদি অবাঙালিদের মধ্যে মা বলে আপন করে নেয় বা নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, তা হলে বাঙালির মাতৃভাষার আসল সৌরভ প্রকাশ শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। একের মা হওয়ার মধ্যে মায়ের স্বার্থপরতাই অনেকের মার হয়ে ওঠায় মহত্বের আধার হয়ে ওঠে। এজন্য মায়ের মাতৃত্ব জরুরি। সবাইকে আপন সন্তানের মতো উদার অন্তর্দৃষ্টি সেক্ষেত্রে একান্ত কাম্য। বাঙালিদের ক্ষেত্রে যেখানে নিজের মায়ের প্রতিই তীব্র উদাসীনতা বর্তমান, সেখানে অবাঙালিদের মধ্যে প্রত্যাশা কল্পনাতীত। মাতৃভাষার ক্ষেত্রে বাঙালির উগ্রতা কাম্য নয়, আবার উদাসীনতাও নয়, জরুরি মাতৃত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ আত্মিক যোগ। সে যোগের অভাবে বাংলাও ক্রমশ বাংলা ভাষায় আত্মগোপন করে চলেছে, বাঙালির মাতৃভাষার ঐতিহ্যকে বিস্মৃতি ঘটিয়ে, ভাবা যায়!

মাতৃভাষার ক্ষেত্রে বাঙালির উগ্রতা কাম্য নয়, আবার উদাসীনতাও নয়, জরুরি মাতৃত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ আত্মিক যোগ। সে যোগের অভাবে বাংলাও ক্রমশ বাংলা ভাষায় আত্মগোপন করে চলেছে, বাঙালির মাতৃভাষার ঐতিহ্যকে বিস্মৃতি ঘটিয়ে, ভাবা যায়!

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

নানা জনের নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ প্রায় একা হাতে আমাদের জীবন, সাহিত্য, ছবি দেখার চোখ, রাজনীতি, স্বদেশ ও জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ফান্ডামেন্টাল প্রেমাইসগুলোকে যেমন উল্টে পাল্টে দিয়েছিলেন, তেমনই আবার আমরা 'সে যুগেও নোবেল' পাওয়ার মতো অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা বা দ্বারিকের সন্দেশ ব্যবসার সঙ্গে ওঁদের পৈতৃক যোগাযোগ স্থাপিত করে ওঁকে সমকালের প্রয়োজন অনুযায়ী ছাঁচে ফেলে গড়েপিটে নিয়েছি। পুলক মিত্র

পাড়ায় বা কফি হাউসে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মোলাকাত আমার সেই কলেজবেলা থেকেই। এঁরা প্রত্যেকে জীবনের নানা সময়ে নানা প্রক্রিয়ায়,রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, সুকুমার রায়ের ভাষায় 'স্টুপেন্ডাস অ্যামাউন্ট অব অ্যাস্টাউন্ডিং ইনফরমেশানস' জোগাড় করে লোকজনের মধ্যে বিলিয়েছেন। মনে রাখতে হবে আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই সময় রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট ইত্যাদি কিছুই ছিল না। অতএব তাঁরা তথ্য গোপন রাখলেও পারতেন, কিন্তু তাঁরা তা করেননি, নিজেদের সঞ্চিত ভাণ্ডার অকাতরে বিলিয়েছেন। বিমলবাবু এঁদের মধ্যে প্রথম সারির লোক। উনি না থাকলে আমরা জানতেই পারতাম না যে প্রশান্ত নামে কে একজন রবি ঠাকুরের হিসেবের খাতা দেখে দিত। "আরে প্রশান্ত না থাকলে উত্তরায়ণের জমির পিছন দিকের আমবাগান কেনার কথা রবিদা ভাবতেই পারতেন না। একটা একটা করে পয়সা বাঁচিয়ে প্রশান্ত ওই জমি কিনে দিয়েছিল।" আমরা হাঁ করে শুনতাম।

বহু বছর বাদে সাহসে ভর করে এক দিন জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, "আচ্ছা, ওই প্রশান্ত লোকটা কে?" উনি তাচ্ছিল্যের হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে বলেছিলেন, "আরে তোমরা যাকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বলো, আমি রবিদা, নন্দদা, রাম, আর দু'চার জন ওকে প্রশান্ত বলেই ডাকতাম। পাটনার কাছে বাড়ি। বড়লোকের ছেলে। তা ওর বাপ এক দিন রবিদার পায়ে কেঁদে পড়ল গুরুদেব, আমার ছেলেটার কী হবে? আমি রবিদার কানে ফিসফিস করে বললেম, নিয়ে নিন, হিসেব রাখার জন্যও তো একটা লোকের দরকার। রবিদা কলমের এক খোঁচায় চাকরিতে বহাল করে নিলে। তার পর কী হল, সে তো তোমরা সবাই জানো।" আমরা হতবাক। বিমলবাবু জীবনে না হোক গোটা দশেক রবীন্দ্র-বিষয়ক বই লিখেছেন এবং সম্পূর্ণ বিনি পয়সায় জোর করে সেগুলো পরিচিতদের মধ্যে বিলিয়েছেন। সবচাইতে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, কয়েক জন সেগুলো মন দিয়ে পড়েওছে এবং ভাগ্নে-ভাইঝিদেরও পড়িয়ে ইসকুল কলেজের পরীক্ষায় সেইসব থেকে রেফারেন্স টেনে উত্তর লিখিয়েছেন। এ নিয়ে অবিশ্যি কোনও প্রকার তর্ক উঠলে বাজারে চলতি রবীন্দ্রজীবনী এবং সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটা বই ঘাঁটলেই সব সন্দেহের নিরসন সম্ভব।

কমলদা যেমন নিয়ম করে দিয়েছিলেন, ওঁর বাড়িতে কেবল বাচ্চাদেরকেই নয়, অতিথি অভ্যাগতরা এলেও ঠাকুর চাকরেরা পরিবেশন করার সময় পাতের ওপর লুচি দুলিয়ে জিজ্ঞেস করবে "আর একটা দেব কি?" প্রাথমিক অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার পর আমাদের মতো নির্লজ্জ বেহায়া কেউ যদি এ হেন অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কমলদার চটজলদি উত্তর, "এটাই ঠাকুরবাড়ির ট্র্যাডিশন। এর মধ্যে যে বাঙালিত্ব লুকিয়ে আছে, যে সংযম-শিক্ষা, যে মানসিক ধৈর্যের পরীক্ষা, যে আর্য্য সভ্যতার" ইত্যাদি ইত্যাদি। এর পর তো আর কিছুই বলার থাকতে পারে না। দুঃখের কথা, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আম বাঙালির উচ্ছ্বাস থেকে বরাবরই আমাকে একটু দূরে দূরে থাকতে হয়েছে। সব সময় যে পুরো ব্যাপারটা বুঝে পাশ কাটিয়ে গেছি তা নয়, বেশির ভাগ সময়ে উনিই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আমার পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন বললেই বরং নিজের কাছে খানিকটা সৎ থাকা যাবে। একদম ছেলেবেলায় যে ক'টি কবিতা মুখস্থ করলে বাপ-মায়ের কর্তব্যপরায়ণতা এবং সেই সময়ে তাঁদের সাংস্কৃতিক- মনস্ক- পশ্চিমবঙ্গীয়- বামপন্থী অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হত না, এবং ভবিষ্যতে সদর দরজা ঠেলে বাড়িতে ধোপা-নাপিতের আনাগোনার ব্যবস্থাটিও মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রাখা যেত, সেই ক'টা কবিতা আমি যতটা সম্ভব মন দিয়ে একপ্রকার মুখস্থ করেছিলাম। 'একপ্রকার' বলার কারণ এই যে, অসমবয়স্ক কিছু ব্যক্তির লাগাতার কালচারালি রাবীন্দ্রিক চাপ এবং একটি নেহাতই নবীন কিশোরকে একলা পেয়ে উদ্বুদ্ধ করার নাছোড় গোঁ সত্ত্বেও আমি কোনও দিন স্টেজে ওঠার আগে দাঁতে দাঁতে করতাল বাজিয়ে সর্বাঙ্গে ঠকাঠক কাঁপুনি ধরাকে আটকাতে পারিনি। উত্তেজিত আত্মীয়েরা প্রথমাবস্থায় শারীরিক বেরামটিকে 'আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরু দুরু' গোছের পোয়েটিক ইন্সপিরেশন, বা সোজা বাংলায় কাব্যিক প্রতিভাসম্পন্ন অপাপবিদ্ধ বালকের ভর হওয়া বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু পঁচিশে বৈশাখের পর বাইশে শ্রাবণেও ফের এক বার যখন 'হে মোর চিত্ত' বলেই আটকে গিয়ে সর্বসমক্ষে কোঁকাতে শুরু করলাম, তখন তারা কেস গোলমেলে বুঝে শেষমেশ সরেই দাঁড়ালেন। সবচাইতে দুঃখ পেয়েছিলেন আবৃত্তি শেখাতে আসা ভদ্রলোক।

এবার জয়দেবের কথা বলি। জয়দেব এক বার রবীন্দ্র সন্ধ্যায় সাঙ্ঘাতিক একটা কারবার করেছিল। 'দিকে দিকে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে' দিয়ে কবিতা আবৃত্তি শুরু করে মাঝে, মানে, 'প্রাসঙ্গিক ফাঁকে' ও 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' ইত্যাদি ঢুকিয়ে এলাকায় হইচই ফেলে দেয়। যা-ই হোক, সেই সময়ে আমাদের পাড়ার লোকাল কমিটির সেক্রেটারির আদি বাড়ি ছিল কিশোরগঞ্জ। ওঁর আত্মীয় এক বাংলাদেশি কবি সেবার রবীন্দ্রজয়ন্তীর সময় উপস্থিত থাকায় তাঁকেই সভাপতি করা হয়। জয়দেবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কোনও তুলনা হয় না। দেবতার গ্রাসে 'কাণ্ডারী বলো'-কে ঢুকিয়ে নিমেষে "ভাইজান বলো ডুবিছে মানুষ" বলায় সবার সে কি হাততালি। জয়দেবের ভাইপোকে চুলদাড়ি লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে আনা হয়েছিল ডুবে যাওয়ার আগে 'মাসি মাসি' বলে চিৎকার করার জন্য। স্টেজের ওপর সাড়ে তিন ফুট রবীন্দ্রনাথ কচি গলায় 'মাসি' আর্তনাদে পাড়া প্রকম্পিত করে তুলছে এমন শিহরন জাগানো দৃশ্য যারা দেখেননি, তাঁদের উদ্দেশে 'আপনারা রবীন্দ্রনাথকে চিনলেন না' ছাড়া আমার আর কিছুই বলার নেই।

গোটা পৃথিবী জুড়ে যেখানেই চারটে বাঙালি জুটেছে, সেখানেই ট্রাঙ্ক হটিয়ে, মায়ের শাড়ি, বাবার ধুতি, বউয়ের ওড়না টাঙিয়ে মঞ্চ বেঁধে, বউকে আর মেয়েকে 'গীতবিতান'-এর সামনে বসিয়ে, গান তুলিয়ে, ছেলেকে দিয়ে 'বীরপুরুষ' মুখস্থ করিয়ে রবীন্দ্র-সন্ধ্যার আয়োজন করেছে। বৈশাখের প্রখর রোদ অগ্রাহ্য করে মহিলাদের দেখেছি, ঠোঁটে লিপস্টিক, কচি কলাপাতা রঙের জরি বসানো শাড়িতে শোভিত হয়ে কুচো বাচ্চার গালে ফলস দাড়ি লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে ইসকুলে নিয়ে চলেছেন। বাচ্চাটির ফুটপাথে ঠোক্কর খেতে খেতে 'এই গেল সেই গেল' অবস্থা, মা-টি বাচ্চার ডানা হেঁচকে তার মধ্যেই টানতে টানতে "কানে তাঁদের গোঁজা জবা ফুল"এর পর কী হল বলে, "ড্যাডি কাল তোমায় যেমন ভাবে বলতে বলেছে, সে ভাবে বলো" বলতে বলতে মেক-আপ গলে যাওয়া মিসেস দাশগুপ্তর ছেলেকে টপকে কী ভাবে তার কচিটি বাংলার সাংস্কৃতিক আকাশে ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হয়ে বাকিদের ভাত মেরে দেবে, সেই চিন্তায় আকুল হয়ে ছুটে চলেছেন। মা-টির কানে জবা ফুল গুঁজে তেপান্তরে ছেড়ে দিলে বাংলার উন্নতি ত্বরান্বিত হত সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বাসের অনেকটাই ওনার লেখা না পড়ে বছরে এক বার পুজো-প্যান্ডেলে কেবলমাত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর কিশোরকুমারের গলায় তাঁর গান শোনা, এবং একটা বয়সের পরে অফিসের ব্যাগ বগলদাবা করে শেয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে উনি 'মহেশ' নামক ছোট গল্পটি লিখেছিলেন না 'ছুটি', এই তর্কের একজিস্টেনশিয়াল মীমাংসায় সীমাবদ্ধ। আমাদের পাড়ার ইসকুলের হেডমাস্টারমশাই বিনয়বাবু নিজে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা চটি বই ছাপিয়ে বের করেছিলেন। আবার বলি, সামান্য মাইনের চাকরিতে সংসার চালিয়ে, বড় ছেলের নাম রথীন্দ্রনাথ, ছোট ছেলের নাম সমীকেন্দ্রনাথ রেখে বাড়িতে কাকিমাকে সারা জীবন ঘটিহাতা ব্লাউজ পরিয়ে অকল্পনীয় কৃচ্ছ্রসাধনের পরেও এমন উৎসাহ দেখে 'কেয়াবাত' না বলে উপায় নেই। তবুও উনি আবেগমথিত কণ্ঠে যখনই "তোমরা ভেবে দেখো, উনি কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন, যে সময় ইলেকট্রিসিটি ছিল না, বাস-ট্রাম ছিল না, সে যুগেও উনি কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন" বলে হাল্কা ঠোঁট কাঁপিয়ে মাটির দিকে চেয়ে চশমার কাচ মুছতেন, আমাদের কেমন একটা খটকা লাগত।

আমাদের ক্লাসের সুমন্ত্র বরাবরের চুপচাপ ভাল মানুষ কারও সাতে-পাঁচে না থাকা বেচারা মার্কা ছেলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুররা তো জমিদারির পয়সায় বড়লোক ছিলেনই, কিন্তু ওঁদের এত কাঁচা পয়সার আসল সোর্স যে মিষ্টি বিক্রি করে, সেটা কি জানতেন? রবীন্দ্রনাথের বাবার নাম ছিল দ্বারিকানাথ ঠাকুর, ওই নামেই দ্বারিকের মিষ্টির দোকান বড় রাস্তার ওপর এবং সারা দিন বিক্রি দেখলে মাথা ঘুরে যাবে ইত্যাদি ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও সামাজিক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য আমরা সুমন্ত্রর লেখা থেকেই প্রথম জানতে পারি। আপনারা ভাবছেন ফের সস্তা রসিকতায় বাজার মাত করার চেষ্টা করছি তা করছি সন্দেহ নেই, তবে এতেও সন্দেহ নেই যে, গত বেশ কিছু দশক আমাদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এই যে এত পপুলার কবি হয়ে উঠেছেন, তার ভিত্তি এই ধরনের কয়েকটি পাথ-ব্রেকিং ইনফরমেশন। রবীন্দ্রনাথ প্রায় একা হাতে আমাদের জীবন, সাহিত্য, ছবি দেখার চোখ, রাজনীতি, স্বদেশ ও জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ফান্ডামেন্টাল প্রেমাইসগুলোকে যেমন উল্টে পাল্টে দিয়েছিলেন, তেমনই আবার আমরা 'সে যুগেও নোবেল' পাওয়ার মতো অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা বা দ্বারিকের সন্দেশ ব্যবসার সঙ্গে ওঁদের পৈতৃক যোগাযোগ স্থাপিত করে ওঁকে সমকালের প্রয়োজন অনুযায়ী ছাঁচে ফেলে গড়েপিটে নিয়েছি। এই ভাবেই নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় শনিবার আগরতলা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ৪১তম এডিসি দিবস উদযাপন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

চন্দ্রযান-৩ এর ঐতিহাসিক সাফল্যের স্মরণে উদ্‌যাপিত হচ্ছে দ্বিতীয় জাতীয় মহাকাশ দিবস: 'আর্য্যভট্ট থেকে গগনযান' থিমে দেশজুড়ে অনুষ্ঠানমালা

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, দেশজুড়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে দ্বিতীয় জাতীয় মহাকাশ দিবস, যা ভারতের মহাকাশ অভিযানের এক ঐতিহাসিক সাফল্যচন্দ্রযান-৩ মিশনের সফট ল্যান্ডিংএর স্মরণে প্রতি বছর এই দিন পালিত হয়। ২০২৩ সালের এই দিনে, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে অবতরণ করে ভারতের বিক্রম ল্যান্ডার, এরপর প্রজ্ঞান রোভার চাঁদের পৃষ্ঠে অভিযান শুরু করে। এই অসামান্য সাফল্যের মাধ্যমে ভারত বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে চাঁদে সফট ল্যান্ডিং করে এবং প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে পৌঁছায়। এটি ভারতের বৈজ্ঞানিক সক্ষমতার এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়, এবং সেই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৩ আগস্ট দিনটিকে "জাতীয় মহাকাশ দিবস" হিসেবে ঘোষণা করেন। ঐতিহাসিক সেই ল্যান্ডিং স্থানটির নাম দেওয়া হয় 'শিব শক্তি পয়েন্ট', যা আজ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

২০২৫ সালের মহাকাশ দিবসের থিম" আর্যভট্ট টু গগনযান: এনসিয়েন্ট উইজডম টু হ ন ফ া হ ন া হ ট পসিবিলিটিজ"ভারতের প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞানের মধ্যে এক অসাধারণ সেতুবন্ধন তৈরি করে। এটি আর্যভট্টের মতো প্রাচীন জ্ঞানীর সময় থেকে শুরু করে আজকের গগনযান মিশনের মাধ্যমে মানব মহাকাশ অভিযানের পথে ভারতের অগ্রগতিকে চিহ্নিত করে। এ উপলক্ষে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা গতকাল নয়াদিল্লিতে আয়োজন করে ন্যাশনাল স্পেস মিট ২.০, যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রক, রাজ্য সরকার, গবেষণা সংস্থা, স্টার্টআপ এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণে ভারতের আগামী দশকের মহাকাশ ব্যবহারের রোডম্যাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই বৈঠকে দশটি আলাদা সেশনে শতাধিক বিশেষজ্ঞ অংশ নেন, যাঁরা বিগত চার মাস ধরে নানা মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সঙ্গে মিলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত চিহ্নিত করেন।

সমাপনী সেশনে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব পি. কে. মিশ্র বলেন, "মহাকাশ অন্বেষণ মানে কেবলমাত্র নক্ষত্র ছোঁয়া নয়, এটি মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার একটি উপায়। আজ ভারত তার মহাকাশ নীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ২০১৪ সালে যেখানে দেশের স্পেস স্টার্টআপ ছিল মাত্র ২টি, বর্তমানে তা ৩৫০ ছাড়িয়েছে।" কৃষি, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবিলা, জলবায়ু পরিবর্তনপ্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মহাকাশ প্রযুক্তি দেশের বাস্তব উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ইসরো চেয়ারম্যান ভি. নারায়ণন এই সভায় বলেন, "১৯৬৩ সালে থুম্বা থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ তা পৌঁছেছে বিশ্বের নেতৃত্বস্থানে। মহাকাশ খাতে বেসরকারি অংশগ্রহণ ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে 'বিকসিত ভারত ২০৪৭' লক্ষ্য পূরণে তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।"

জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষে সারা দেশে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্কুল, কলেজ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে মহাকাশ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিতে প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে, যাতে যুব সমাজের মধ্যে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহ ও কৌতূহল তৈরি হয়।ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি (পিআরএল)-এর আহমেদাবাদ, উদয়পুর ও মাউন্ট আবু ক্যাম্পাসেও বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।এই উপলক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ "এক্স"-এ একটি বার্তা দিয়ে লেখেন, "চন্দ্রযান-৩-এর ঐতিহাসিক ল্যান্ডিং স্মরণে, জাতীয় মহাকাশ দিবসে প্রতিটি ভারতীয় গর্ব অনুভব করছে। আমি ইসরো-র বিজ্ঞানীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, যাঁদের কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফলেই এই কৃতিত্ব সম্ভব হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "মোদীজির নেতৃত্বে ভারত নতুন মহাকাশ সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে এবং আমাদের যুব সমাজের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির পুনর্জাগরণ ঘটেছে। চন্দ্রযান-৩ থেকে আদিত্য মিশন, এবং ভবিষ্যতের অভিযানগুলি ইসরো ভারতীয় আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে পরিণত করছেঅদম্য জেদ, প্রতিভা এবং অগাধ জাতীয় গর্ব নিয়ে।"

জাতীয় মহাকাশ দিবস কেবল অতীতের কীর্তির স্মরণ নয়, এটি ভবিষ্যতের এক বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তিনির্ভর ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রতিশ্রুতি। প্রাচীন জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে, ভারত তার মহাকাশ অন্বেষণের যাত্রায় আজ বিশ্বসভায় এক দৃঢ় অবস্থান তৈরি করেছেআর এই যাত্রার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ভারতের বিজ্ঞানী, গবেষক ও উদীয়মান তরুণ প্রজন্ম।

প্রধানমন্ত্রী মোদি ২৯ আগস্ট থেকে জাপান ও চীনে চার দিনের সফরে

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই মাসের ২৯ আগস্ট থেকে শুরু করে চার দিনব্যাপী জাপান ও চীনে সরকারি সফরে যাচ্ছেন। সফরের প্রথম পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদি ২৯ থেকে ৩০ আগস্ট জাপানে উপস্থিত থাকবেন এবং ১৫তম ভারত-জাপান বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। এটি প্রধানমন্ত্রী মোদির জাপানে অষ্টম সফর এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে তার প্রথম শীর্ষ সম্মেলন।

এই সফরে দুই প্রধানমন্ত্রী ভারত ও জাপানের বিশেষ কৌশলগত এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের নানা বিষয় পর্যালোচনা করবেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন। এছাড়াও তারা আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

ভারতের পরবর্তী গন্তব্য হবে চীন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদি ৩১ আগস্ট থেকে আগামী মাসের ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টিয়ানজিনে অনুষ্ঠিত শাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন।

শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী মোদি বিভিন্ন বৈশ্বিক নেতাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত ২০১৭ সাল থেকে এসসিও-এর সদস্য দেশ হিসেবে অংশগ্রহণ করছে এবং ২০২২-২৩ সালে এসসিও রাষ্ট্রপ্রধান কাউন্সিলের সভাপতিত্বও পালন করেছে।

এই সফর কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।৩, ০৭৩ কোটি টাকার ব্যাংক প্রতারণার অভিযোগ: অনিল আম্বানির বাড়িতে সিবিআইয়ের হানা

মুম্বই, ২৩ আগস্ট: শিল্পপতি অনিল অম্বানির বিরুদ্ধে ব্যাংক প্রতারণার মামলায় শনিবার সকালে তাঁর মুম্বইয়ের বাড়িতে হানা দিল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রতারণার পরিমাণ প্রায় ৩,০৭৩ কোটি টাকা। সকাল ৭টা নাগাদ সিবিআই-এর সাত থেকে আট জন আধিকারিক অনিল অম্বানির বাসভবন 'সিওউইন্ড', কফি প্যারেডে পৌঁছান এবং তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। ওই সময় অম্বানি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরাও বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন।সিবিআই এই মামলায় অনিল অম্বানি, তাঁর কোম্পানি রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে একটি নতুন এফআইআর নথিভুক্ত করেছে। এই এফআইআরটি দায়ের হয়েছে দিল্লিতে, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে।

এসবিআই জানায়, অনিল অম্বানির নেতৃত্বাধীন আরসিওএম প্রতারণা করেছে ৩,০৭৩ কোটির। ব্যাংকটি এই অ্যাকাউন্ট ও এর প্রোমোটারদের "প্রতারক"হিসাবে প্রথম ঘোষণা করে ১০ নভেম্বর, ২০২০-এ এবং সিবিআই-এ অভিযোগ দাখিল করে ৫ জানুয়ারি, ২০২১-এ। তবে দিল্লি হাইকোর্টের এক "স্টেটাস কুও" নির্দেশের কারণে ওই অভিযোগ ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

সম্প্রতি লোকসভায় একটি লিখিত উত্তরে অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরি জানান, এসবিআই তাদের অভ্যন্তরীণ নীতি এবং রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী ১৩ জুন, ২০২৫-এ আরসিওএম এবং অনিল অম্বানিকে আবার "প্রতারক" হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। এরপর আরসিওএম-এর রেজোলিউশন প্রফেশনাল বিষয়টি ১ জুলাই, ২০২৫-এ বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জকে জানায়।

এসবিআই জানায়, তাদের মোট ঋণ-সম্পৃক্ত আর্থিক সংস্পর্শের পরিমাণ ২,২২৭.৬৪ কোটি এবং অতিরিক্তভাবে ৭৮৬.৫২ কোটির ব্যাংক গ্যারান্টি রয়েছে আরসিওএম-এর কাছে। আরসিওএম বর্তমানে দেউলিয়া প্রক্রিয়া-র মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং একটি রেজোলিউশন প্ল্যান ৬ মার্চ, ২০২০-এ এনসিএলটি মুম্বইয়ের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে, যা এখনো অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়াও, অনিল অম্বানির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু করেছে এসবিআই , যা এনসিএলটি মুম্বইতে বিচারাধীন।

এর আগে, ২৭ মার্চ, ২০২৩-এ সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, প্রতারক ঘোষণা করার আগে ঋণগ্রহীতাকে নিজের বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে হবে। এরপর এসবিআই ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ পূর্বতন প্রতারক ঘোষণাটি প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু আরবিআই-এর ১৫ জুলাই, ২০২৪-এর সার্কুলার মেনে নতুন করে শ্রেণিবিন্যাস করে এবং আবারও ২৪ জুন, ২০২৫-এ প্রতারক হিসেবে রিপোর্ট করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, সিবিআই এফআইআর দায়ের করে এবং আজকের এই অভিযান চালায়।

সূত্র জানায়, শুধুমাত্র এই একটি নয়, অনিল অম্বানি ও তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে একাধিক ব্যাংক প্রতারণা মামলায় তদন্ত করছে সিবিআই ও ইডি। মোট প্রতারণার পরিমাণ ১৭,০০০ কোটিরও বেশি বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতের মহাকাশ অগ্রযাত্রা বিশ্বমঞ্চে গগনযান থেকে মহাকাশ স্টেশন, আত্মনির্ভরতার নতুন অধ্যায়ে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষে একটি ভিডিও বার্তায় মহাকাশ খাতের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানী, গবেষক, যুবসমাজ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ১৪০ কোটির শক্তিশালী নাগরিক সমাজের দক্ষতা ও উদ্ভাবনী চিন্তার বলেই আজ ভারত মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বমঞ্চে এক উল্লেখযোগ্য অবস্থানে পৌঁছেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ভবিষ্যতে ভারতের মহাকাশ খাত আরও উঁচু শিখরে পৌঁছাবে এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান মহাকাশ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তিনি বলেন, গত ১১ বছরে সরকার মহাকাশ খাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার এনেছে, যার ফলে যুবসমাজ, বেসরকারি সংস্থা ও স্টার্টআপগুলির অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে মহাকাশ গবেষণার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে এবং দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশে এক নতুন জোয়ার এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, ভারত বর্তমানে সেমি-ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন এবং ইলেকট্রিক প্রপালশনের মতো যুগান্তকারী প্রযুক্তিতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে, এবং খুব শীঘ্রই দেশের স্বপ্নের গগনযান মিশন বাস্তবায়নের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে ভারত নিজস্ব একটি মহাকাশ স্টেশন স্থাপন করবে বলেও তিনি দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেন। এটি ভারতের মহাকাশ অভিযানে এক নতুন যুগের সূচনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জাতীয় মহাকাশ দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত বার্তায় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই এই দিনটি যুবসমাজের মধ্যে উদ্দীপনা, কৌতূহল এবং উৎসবের আবহ সৃষ্টি করেছে। আজকের দিনে ভারতের মহাকাশ খাত একের পর এক সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছাচ্ছে, যা দেশকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে বিশ্বমানের অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, মহাকাশ প্রযুক্তি এখন শুধু গবেষণা ও উৎক্ষেপণেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রশাসনিক ব্যবস্থার অংশ হয়ে উঠেছে। ফসল বিমা প্রকল্পে উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে মূল্যায়ন, সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীদের উপগ্রহ-নির্ভর নিরাপত্তা তথ্য প্রদান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইটের সহায়তা এবং প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানে ভূস্থানিক ডেটার ব্যবহারসব মিলিয়ে আজ মহাকাশ প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের জীবনকে সহজ ও কার্যকর করে তুলছে।

মোদী বলেন, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা আজ শুধু প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ নয়, বরং আত্মনির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মহাকাশ খাত এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনের দরজা খুলে দিয়েছে, যা আগামী দিনের ভারতকে বৈশ্বিক নেতৃত্বের আসনে বসাবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, "ভারতের মহাকাশ যাত্রা এখন শুধু শুরু, আসল উড়ান এখনও বাকি।"

অনলাইন জুয়া নিষেধাজ্ঞার কয়েকদিন পরই কংগ্রেস বিধায়ক গ্রেফতার, ইডি-র তল্লাশিতে উদ্ধার ১২ কোটি টাকা

চিত্রদুর্গা, ২৩ আগস্ট:দেশজুড়ে অনলাইন জুয়া ও অবৈধ বাজির বিরুদ্ধে অভিযানে বড়সড় পদক্ষেপ নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শুক্রবার ও শনিবার চলা ৩১টি জায়গায় ব্যাপক তল্লাশির পর, আজ কংগ্রেস বিধায়ক কে সি বীরেন্দ্রকে গ্রেফতার করেছে ইডি। অভিযুক্ত বীরেন্দ্র কর্ণাটকের চিত্রদুর্গা কেন্দ্রের বিধায়ক।

তল্লাশি অভিযানে ইডি প্রায় ১২ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে নগদ ১২ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১ কোটি টাকা বিদেশি মুদ্রা, প্রায় ৬ কোটি টাকার সোনার গয়না, ১০ কেজি রূপোর সামগ্রী এবং চারটি বিলাসবহুল গাড়ি। এছাড়া ১৭টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং দুইটি লকার ফ্রিজ করা হয়েছে। অভিযুক্তের ভাই কে সি নাগরাজ ও ছেলে প্রুথ্বি এন রাজ-এর বাড়ি থেকেও বিপুল সম্পত্তির নথিপত্র উদ্ধার হয়েছে।

ইডি সূত্রে জানা গেছে, বিধায়ক বীরেন্দ্র কিং ৫৬৭ ও রাজা ৫৬৭ নামে একাধিক অনলাইন ও অফলাইন বেটিং প্ল্যাটফর্ম চালাচ্ছিলেন। তাঁর ভাই কে সি থিপ্পেস্বামী দুবাই-ভিত্তিক তিনটি সংস্থাডায়মন্ড সফটেক, টিআরএস টেকনোলজিস এবং প্রাইম ৯ টেকনোলজিস পরিচালনা করতেন, যেগুলি কল সেন্টার ও গেমিং অপারেশনের আড়ালে বেটিং নেটওয়ার্কে জড়িত ছিল বলে সন্দেহ।

তল্লাশি চালানো হয়েছে গ্যাংটক, চিত্রদুর্গা, বেঙ্গালুরু, হুবলি, জোধপুর, মুম্বই ও গোয়ায়। এছাড়া পাঁচটি নামী ক্যাসিনোতেও হানা দেওয়া হয়েছেপপি'স ক্যাসিনো গোল্ড, ওশান রিভারস ক্যাসিনো, পপি'স ক্যাসিনো প্রাইড, ওশান ৭ ক্যাসিনো, ও বিগ ড্যাডি ক্যাসিনো।

তদন্তে উঠে এসেছে, বীরেন্দ্র ও তাঁর সহযোগীরা সম্প্রতি বাগডোগরা হয়ে গ্যাংটকে গিয়েছিলেন ক্যাসিনোর জন্য জমি লিজ নেওয়ার উদ্দেশ্যে। ইডি জানিয়েছে, বাজেয়াপ্ত নথি ও ডিজিটাল প্রমাণে দেখা যাচ্ছে যে অবৈধ আয়ের অর্থ "জটিল স্তরবিন্যাস"-এর মাধ্যমে গোপন করা হচ্ছিল।

আজ ২৩ আগস্ট গ্যাংটক থেকে বীরেন্দ্রকে গ্রেফতার করে ইডি। তাঁকে সিকিমের বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করা হলে বেঙ্গালুরুতে উপস্থাপন করার জন্য ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদী উদ্বোধন করবেন সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫ ২ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

নতুন দিল্লি, ২৩ আগস্ট : আগামী ২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫-এর চতুর্থ সংস্করণের উদ্বোধন করবেন। রাজধানী দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা তিন দিনব্যাপী এই মেগা ইভেন্ট ভারতের মাইক্রোইলেকট্রনিক্স ও সেমিকন্ডাক্টর খাতে ক্রমবর্ধমান সক্ষমতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের সচিব এস কৃষ্ণন জানান, এই প্রথমবারের মতো প্রদর্শনীতে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়া থেকে চারটি আন্তর্জাতিক প্যাভিলিয়ন অংশ নেবে।

তিনি আরও জানান, ১৮টি দেশ ও অঞ্চলের মোট ৩৫০টি কোম্পানি এই প্রদর্শনীতে তাদের পণ্য ও প্রযুক্তি উপস্থাপন করবে। ভারতের নয়টি রাজ্যও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গেছে। সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫-এর মূল লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আরও জোরদার করা, দেশীয় উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং ভারতকে একটি বিশ্বাসযোগ্য, স্কেলযোগ্য ও প্রতিযোগিতামূলক ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

এই সম্মেলন ভারতের সেমিকন্ডাক্টর খাতকে বিশ্বমানে উন্নীত করার ক্ষেত্রে একটি "সমগ্র জাতি" বা সর্বাত্মক জাতীয় প্রচেষ্টার প্রতিফলন। ইভেন্টে থাকছে একটি বিশেষ সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন স্টার্টআপ প্যাভিলিয়ন, যেখানে উদ্ভাবনী চিপ ডিজাইন-ভিত্তিক উদ্যোগগুলিকে বিশ্বমঞ্চে নিজেদের পরিচিতি গড়ে তোলার সুযোগ দেওয়া হবে। ভারত এই ইভেন্টের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে নিজেকে একটি নির্ভরযোগ্য ও উচ্চমানের সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন ও ডিজাইন হাব হিসেবে তুলে ধরতে চায়।

ভারত ২৫ আগস্ট থেকে সাময়িকভাবে বন্ধ করতে চলেছে যুক্তরাষ্ট্রগামী ডাক পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট : ভারতীয় ডাক বিভাগ শনিবার ঘোষণা করেছে যে, আগামী ২৫ আগস্ট, ২০২৫ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে যাওয়া সমস্ত ধরনের ডাক পরিষেবা চিঠিপত্র ও ১০০ মার্কিন ডলারের মধ্যে মূল্যের উপহার সামগ্রী বাদে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হবে। এই সিদ্ধান্ত এসেছে এমন এক সময়, যখন মার্কিন প্রশাসন ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছে। মূলত, ৩০ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জারি করা নির্বাহী আদেশ নং ১৪৩২৪ অনুযায়ী, এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো ৮০০ ডলার বা তার কম মূল্যের পণ্যও আর ডিউটি ফ্রি নয়। ফলে, সমস্ত আন্তর্জাতিক ডাক সামগ্রী এখন থেকে শুল্কের আওতায় পড়বে। এই আদেশ ২৯ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে, যার অধীনে নতুন আইইইপিএ শুল্ক কাঠামো প্রয়োগ করা হবে। তবে কিছুটা স্বস্তির খবর, ১০০ ডলার পর্যন্ত মূল্যের উপহার পাঠানোর ক্ষেত্রে আগের মতোই ছাড় বজায় থাকবে।

ডাক বিভাগ জানায়, মার্কিন কাস্টমস ও বর্ডার প্রোটেকশন ১৫ আগস্ট নতুন নির্দেশিকা প্রকাশ করলেও, এখনো পর্যন্ত কাদের "যোগ্য দলগুলি" হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং কীভাবে নতুন শুল্ক সংগ্রহ প্রক্রিয়া চালু হবে, তা পরিষ্কার নয়। এর জেরে যুক্তরাষ্ট্রগামী আন্তর্জাতিক পরিবহণ সংস্থাগুলি ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে যে, ২৫ আগস্টের পর থেকে তারা এই ধরনের পার্সেল নিতে অপারগ, কারণ তাদের প্রযুক্তিগত ও প্রক্রিয়াগত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ নয়। এর ফলে ভারত সরকার বাধ্য হয়েছে সাময়িকভাবে আমেরিকাগামী ডাক পরিষেবা বন্ধ করতে। ডাক বিভাগের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, যেসব গ্রাহক ইতিমধ্যেই এমন কোনো সামগ্রী বুক করেছেন যা এখন আর পাঠানো সম্ভব নয়, তারা ডাক খরচ ফেরত পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। ডাক বিভাগ জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং সব পক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে যত দ্রুত সম্ভব পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এই সিদ্ধান্ত এমন সময়ে এসেছে, যখন ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য সম্পর্কে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করেন, এবং এর পাশাপাশি রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার কারণে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ জরিমানাও ধার্য করেন, যার ফলে মোট শুল্ক দাঁড়ায় ৫০ শতাংশে। এই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উত্তেজনার আবহে ডাক পরিষেবার উপর এই ধরনের বিধিনিষেধ ভারতীয় ব্যবসা, ই-কমার্স, প্রবাসী ভারতীয়দের উপহার আদানপ্রদান এবং ব্যক্তিগত ডাক যোগাযোগেও প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভারত সরকার পরিষেবা পুনরায় চালু করার বিষয়ে আশাবাদী থাকলেও, শুল্ক কাঠামো সংক্রান্ত অস্পষ্টতা ও প্রযুক্তিগত জটিলতা কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

বড়জলায় মহান ক্লাবের ৪৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বিয়ের পর মেয়েরা মোটা হয়ে যায় কেন?

এরকম কথা অনেকেই শুনেছেন যে মেয়েদের বিয়ের পরে ওজন বেড়ে যায়, তাদের দেখতে আগের থেকে বেশি মোটা লাগে। আবার পরিচিত অনেককে দেখবেন, বিয়ের পরে তাদের ত্বকের উজ্জ্বলতা বেড়ে গিয়েছে। এসবে পেছনে যৌক্তিক কোনো ব্যাখ্যা সত্যিই কি রয়েছে? নাকি পুরো ব্যাপারটাই মানুষের মনগড়া? চলুন জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত-

জীবনযাপনের পরিবর্তন - আমাদের ওজন বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে জেনেটিক্স, জীবনধারা এবং হরমোনের পরিবর্তন ইত্যাদি। এসবের দ্বারা যে কারও ওজন প্রভাবিত হতে পারে। বিয়ের পরে মেয়েদের জীবনধারায় বেশি পরিবর্তন আসে। কারণ তারা চেনা পরিবেশ ছেড়ে নতুন এক পরিবেশে স্থায়ী হন। জীবনযাপনের এই পরিবর্তনের কারণে তার বড় প্রভাব পড়ে ওজনের ক্ষেত্রেও।

ওজন নিয়ে সচেতনতা কমে যাওয়া-

বিয়ের আগে সব মেয়ের মধ্যেই নিজেকে ফিট রাখার এক ধরনের প্রচেষ্টা থাকে। সেই সময় তারা নিজের ওজন ধরে রাখতে নানাভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু বিয়ের পরে সেই আগ্রহেই ভাটা পড়ে। সব মেয়ের মধ্যেই এক ধরনের গা-ছাড়া ভাব চলে আসে। জীবনসঙ্গী খুঁজে পাওয়ার পর তারা নিজের চেহারা ও ফিটনেস নিয়ে ভাবা বন্ধ করে দেয় অনেক সময়। যে কারণে ওজন বেড়ে যায়।

হরমোনের প্রভাব- বিয়ের পর নিয়মিত শারীরিক সম্পর্কের কারণে ইস্ট্রোজেন হরমোন বাড়ে। এই হরমোন খাদ্য থেকে চর্বি শোষণ হওয়ার পর তা শরীরে জমাতে থাকে। এ কারণে বিবাহিত নারী মোটা হয়ে যেতে পারে। তবে চিকিৎসকরা বিয়ের পরে মোটা হওয়ার কারণ হিসেবে কোনো ফিজিওলজিকাল কারণের উল্লেখ করেননি।

ঘুমে অনিয়ম-

বিয়ের পরে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগে সব মেয়েরই। যে কারণে তার প্রভাব পড়ে ঘুমের ক্ষেত্রেও। নতুন জায়গায় ঘুমে অনিয়ম হতে পারে। আর অপরিমিত ঘুম ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে, একথা জানা আছে নিশ্চয়ই।

নিশ্চিন্ত থাকার কারণে- বিয়ের পরে অনেক রকম দুশ্চিন্তা কমে যায়। মেয়েরা স্বামীর কাছে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। যে কারণে মন ও শরীর প্রশান্তি পায়। এর ফলেও ওজন কিছুটা বাড়তে পারে। আবার বিয়ের পরপরই অনেক আত্মীয়ের বাড়িতে দাওয়াত থাকে। সেখানে ভালো ভালো খাবারের আয়োজন থাকে। সেসব খাবার খেয়েও ওজন কিছুটা বেড়ে যেতে পারে।

পুদিনা পাতার ১২ আশ্চর্যজনক উপকারিতা

পুদিনা শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ায় না, এটি শরীর ও মনের জন্য এক প্রাকৃতিক উপকারী ভেষজ। হজম সহজ করা, মাথাব্যথা কমানো, শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখা, ত্বক ও মুখের যত্ন, সবক্ষেত্রেই পুদিনা কার্যকর। ১. হজমে সহায়ক- পুদিনার সক্রিয় যৌগ পাচক তন্ত্রকে শিথিল করে। ফলে বদহজম, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়ার মতো সমস্যা কমে। খাবারের আগে বা পরে পুদিনা চা পান করলে হজম শক্তিশালী হয়। ২. পেটের অস্বস্তি দূর করে- গ্যাস, পেটে ব্যথা বা অস্বস্তি কমাতে পুদিনা খুবই কার্যকর। গরম পানিতে পুদিনা ফুটিয়ে চা হিসেবে খেলে তা আরও উপকারী। চাইলে এক চিমটে আদা বা কয়েক ফোঁটা লেবুর রস যোগ করতে পারেন। ৩. মাথাব্যথা উপশম করে- মেন্থল উপাদান পেশি শিথিল করে। পুদিনার রস বা তেল কপালে লাগালে মাইগ্রেন ও মাথাব্যথা কমে। গরমে মাথাব্যথা হলে পুদিনা পাতা ভাপে নিলেও উপকার পাওয়া যায়। ৪. মানসিক শান্তি বৃদ্ধি করে পুদিনার সতেজ সুগন্ধ মানসিক চাপ কমায়। এটি রক্তে কর্টিসল ও সেরোটোনিন হরমোন নিয়ন্ত্রণ করে, যা মনকে শান্ত ও প্রাণবন্ত রাখে।

৫. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য শরীরকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় সমৃদ্ধ করে। ধারাবাহিকভাবে পুদিনা চা বা পানি খেলে রোগের ঝুঁকি কমে। ৬. শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ করে মেন্থল ফুসফুসে জমে থাকা মিউকাস দূর করে। সর্দি, কাশি বা নাক বন্ধ থাকলে পুদিনা চা বা ভাপ উপশম দেয়। ৭. ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে পুদিনা খেলে ক্ষুধা কমে ও হজম শক্তিশালী হয়, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। সকালে পুদিনা পানি বা শরবত হিসেবে খেলে দিনটি শুরু হবে সতেজভাবে।

৮. মুখের স্বাস্থ্য রক্ষা করে পুদিনার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখে। এটি মুখের দুর্গন্ধ দূর করতেও কার্যকর। ৯. ঠান্ডা ও কাশিতে আরাম দেয় পুদিনা চা বা ভাপ নিলে গলা ব্যথা, কাশি ও শ্বাসকষ্ট কমে। পুদিনার মধু মিশিয়ে চা খেলে আরও স্বস্তি পাওয়া যায়। ১০. ত্বক উজ্জ্বল ও সতেজ রাখে পুদিনা পেস্ট করে ত্বকে লাগালে ত্বক উজ্জ্বল, সতেজ ও টানটান থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য ত্বকের ক্ষয় রোধ করে। ১১. এনার্জি বৃদ্ধি করে মেন্থল সঙ্গে সঙ্গে সতেজতা যোগ করে, ক্লান্তি দূর করে। কাজের মাঝে বা ব্যস্ত দিনে এক কাপ পুদিনা চা প্রাণ শক্তি বাড়ায়। ১২. অ্যালার্জির উপসর্গ কমায় রোম্যারিনিক অ্যাসিড হাঁচি, চুলকানি ও অন্যান্য অ্যালার্জির লক্ষণ কমাতে সাহায্য করে।

উপসংহার পুদিনা কেবল সুগন্ধি নয়, এটি শরীর ও মনের জন্য এক প্রাকৃতিক উপকারী ভেষজ। নিয়মিত পুদিনা চা, জল বা খাবারের সাথে পুদিনা পাতার ব্যবহার হজম, শ্বাসপ্রশ্বাস, ত্বক, মুখ এবং মানসিক স্বাস্থ্য সবক্ষেত্রেই উপকার দেয়। এটি সত্যিই শরীর ও মনকে সতেজ, প্রাণবন্ত এবং সুস্থ রাখার একটি সহজ উপায়।

পুরুষদের তুলনায় নারীদের ঘুম বেশি প্রয়োজন

দিনভর কাজের মধ্যে সতেজ ও কর্মক্ষম থাকতে চাইলে যেমন খাবার ও জল দরকার, তেমনই প্রয়োজন পর্যাপ্ত ঘুম। একটানা ৭-৮ ঘণ্টা গভীর ঘুম আমাদের শরীর ও মনের জন্য অত্যন্ত জরুরি। যদিও কারো একটু বেশি, কারো বা একটু কম ঘুমের দরকার হতে পারে। তবুও ঘুম কম হলেই এর প্রভাব পড়ে আমাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যে।

কয়েক রাত ঠিকমতো না ঘুমোলেই দেখা দিতে পারে মনোযোগে ঘাটতি, ভুল হওয়া, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অসুবিধা ইত্যাদি। আর এই সমস্যা কর্মজীবী নারীদের মধ্যে আরো বেশি দেখা যায়। কারণ, অফিসের কাজের পাশাপাশি বাড়ির দায়িত্বও তাদের থাকে। ফলে চাপও দ্বিগুণ হয়। আর এই মানসিক চাপই হয়ে ওঠে ঘুমের বড় বাধা। গবেষণায় দেখা গেছে, নারীদের ঘুমের প্রয়োজন পুরুষদের তুলনায় একটু বেশি। কারণ তাদের ঘুম তুলনামূলকভাবে হালকা হয়। যেকোনো সামান্য কারণেই ঘুম ভেঙে যেতে পারে। তাই শুধু সময় পেলেই হবে না, নারীদের জন্য প্রয়োজন নিশ্চিন্ত ও নিরবচ্ছিন্ন ঘুম। ঘুম কম হলে তার প্রভাব পড়ে হরমোনের ভারসাম্যে, মানসিক স্বাস্থ্যে, কর্মক্ষমতায় ও ব্যক্তিগত জীবনেও। তাই সময় থাকতে ঘুমের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

অনিদ্রা থেকে মুক্তি পেতে নারীরা কী করতে পারেন? ১। স্ক্রিন টাইম কমান ঘুমের আগে টিভি, ল্যাপটপ বা মোবাইল ফোন ব্যবহার কমিয়ে দিন। এই স্ক্রিনের আলো মস্তিষ্ককে সজাগ করে তোলে, যার ফলে ঘুম আসতে দেরি হয়। শোবার অন্তত এক ঘণ্টা আগে এগুলো বন্ধ করুন। চাইলে একটু হালকা গান শুনতে পারেন। তবে হেডফোন ছাড়া, দূর থেকে।

২। সতর্ক থাকুন কী খাচ্ছেন ঘুমের সঙ্গে খাবারের সম্পর্ক গভীর। ক্যাফেইন যেমন কফি বা চকোলেট ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তাই শোবার অন্তত ৬ ঘণ্টা আগে এই ধরনের খাবার খাওয়া বন্ধ করুন। রাতের খাবার হালকা রাখুন। অতিরিক্ত তেল-মসলাযুক্ত খাবার হজমে সমস্যা তৈরি করে, ফলে ঘুম আসতে দেরি হয়।

৩। মন হালকা করার অভ্যাস করুন ঘুমানোর সময় অনেকের মাথায় চিন্তা ভিড় করেকাজ, সংসার, ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা ইত্যাদি। এসব চিন্তা সরাতে চাইলে একটা উপায় হল লিখে ফেলা। ঘুমাতে যাওয়ার আগে আপনার চিন্তা বা পরের দিনের টু-ডু লিস্ট লিখে রাখুন। এতে মানসিক চাপ কিছুটা হলেও কমবে। সারাদিনের ব্যস্ততার পর নিজেকে একটু সময় দেওয়া জরুরি। সুস্থ ঘুম মানেই সুস্থ মন ও শরীর। তাই নিজের ভালোর জন্য আজ থেকেই ঘুমের যত্ন নেওয়া শুরু করুন।

ছারপোকা তাড়ানোর উপায় কি?

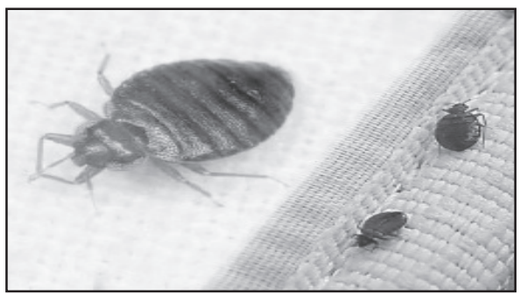

রক্তচোষা ছারপোকা বিরক্তিকর। ঘরে এই পতঙ্গটির বিস্তার ঘটলে অশান্তির শেষ নেই। এটি বিছানা, মশারি, বালিশের এক প্রান্তে বাসা বাঁধলেও ট্রেন কিংবা বাসের সিটেও এদের দেখা মেলে।

ছারপোকার অন্যতম পছন্দের আবাসস্থল হচ্ছে -বিছানা, ম্যাট্রেস, সোফা এবং আসবাবপত্র। ছারপোকা সাধারণত রাতেই বেশি সক্রিয় থাকে। মশার মতো ছোট্ট কামড় বসিয়ে এরা স্থান ত্যাগ করে। ছারপোকা তাড়ানোর ৯টি সহজ উপায় ১. ছারপোকা তাড়াতে ন্যাপথলিন খুব কার্যকারী। পোকাটি তাড়াতে অন্তত মাসে দু'বার ন্যাপথলিন গুঁড়ো করে বিছানাসহ উপদ্রবপ্রবণ স্থানে ছিটিয়ে দিয়ে রাখুন। ২. ছারপোকা বেশি উত্তাপ সহ্য করতে পারে না। তাই ঘরের বিছানা, তোষক, লেপ, বালিশ কয়েকদিন পরপর রোদে দিন। ৩. রোদ না থাকলে বিছানার চাদর, কুশন, বালিশ, সোফার গদি, লেপ, কম্বল বেশি তাপে সেদ্ধ করে ধুয়ে ফেলুন। ৪. ছারপোকা তাড়ানোর জন্য অ্যালকোহল খুব ভালো কাজ দেয়। ছারপোকা আক্রান্ত জায়গায় সামান্য অ্যালকোহল স্প্রে করে দিন।

৫. ছারপোকা তাড়াতে মাঝে মধ্যে আসবাবপত্রে কেরোসিনের প্রলেপ দিন। ৬. ঘরের যে জায়গায় ছারপোকা আছে সেখানে ল্যাভেন্ডার অয়েল স্প্রে করে দিন। প্রত্যেকদিন এটি স্প্রে করতে পারলে আরো ভালো। ৭. ছারপোকা মারার আরেকটি উপায় হলো, প্রাকৃতিক কিটনাশকের ব্যবহার। যেসব স্থানে ছারপোকা থাকে, যেমন- বিছানা, ঘরের কোণা, সোফা ইত্যাদিতে কিটনাশক ছিটিয়ে দিন।

৮. পুদিনা পাতার গন্ধ ছারপোকা সহ্য করতে পারে না। তাই যেখানে ছারপোকা বেশি সেখানে পুদিনা রেখে দিন। বিছানা, সোফার পাশে এবং বাড়ির প্রতিটি কোণেও পুদিনা পাতা রাখতে পারেন।

৯. ছারপোকা ময়লা অপরিষ্কার জায়গায় থাকতে পছন্দ করে। ঘরের মধ্যে বা খাটের নিচে মালামাল স্তূপ করে রাখবেন না। ঘর যত অপরিষ্কার থাকবে, তত ছারপোকার উৎপাত বাড়বে। ঘর নিয়মিত পরিষ্কার করুন।

শরীরে জলের ঘাটতি হলেই বাসা বাঁধবে হাজারটা রোগ

সারা দিন কাজের চাপে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতে ভুলে যান অনেকেই। অনেকে গরমকালে বোতল বোতল জল খাওয়া শুরু করলেও বর্ষা এলেই আবার জল খাওয়া কমিয়ে দেন। জলের মাধ্যমেই বেশির ভাগ শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন হয়। শরীরে দৈনন্দিন জলের যে চাহিদা, তা পূরণ না হলে হাজারো শারীরিক গোলমাল শুরু হয়ে যায়।

জল শুধু শরীরে আর্দতা বজায় রাখে না, পরিপাকতন্ত্র ও শ্বাসতন্ত্রকে সুসংগঠিত রাখতেও জল অপরিহার্য। শরীরে জলের অভাব হলে, শরীর নিজে থেকেই সেই সঙ্কেত দেয় আমাদের। সেই লক্ষণগুলি চিনতে পারলেই বোঝা যাবে যে, শরীরে জলের অভাব মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। কী কী উপসর্গ দেখলে বেশি করে জল খাওয়া শুরু করতে হবে? ১) শরীরে জলের অভাব হলে বর্ষার মরসুমেও ত্বক শুষ্ক দেখায়, শুধু তা-ই নয়, ঠোঁট ফাটতে শুরু করে। হঠাৎ করে ত্বক রুক্ষ বোধ করতে শুরু করলে এবং ত্বকে ব্রণ ও চুলকানির সমস্যা দেখা দিলে বুঝতে হবে, শরীরে জলের ঘাটতি হচ্ছে। ২) প্রস্রাবের রং লক্ষ করুন। হলুদ প্রস্রাব হলে বুঝতে হবে, শরীরে জলের অভাব রয়েছে। এ ছাড়াও শরীরে জলের ঘাটতির কারণে প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় এবং প্রস্রাব করার সময় জ্বালা বোধ হয়। এই সব উপসর্গ দেখলেই সতর্ক হোন। ৩) মুখে হঠাৎ দুর্গন্ধ হচ্ছে? শরীরে জলের ঘাটতি হলে শ্বাসকষ্টের পাশাপাশি মুখে দুর্গন্ধও হতে পারে। জল মুখে পর্যাপ্ত পরিমাণে লালা উৎপাদনে সাহায্য করে। যা নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধের জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। ৪) ডিহাইড্রেশন হলেই ঘন ঘন জল তেষ্টা পায়। বার বার জল খেলেও তৃপ্তি আসে না। সে ক্ষেত্রে সাধারণ জলের পরিবর্তে লেবু-জল বা ইলেক্ট্রলযুক্ত জল পান করলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। ৫) শরীরে জলের অভাব হলে অনেক সময় রক্তচাপ কমে যেতে পারে। অকারণে মাথাব্যথাও হতে পারে। সারা ক্ষণ আলস্য ও ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন। ৬) জলের অভাবে শরীরে রক্তের পরিমাণ কমে যায়, তাই সমস্ত অঙ্গে পর্যাপ্ত রক্ত পৌঁছে দিতে হৃদ্যন্ত্রকে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হয়। ফলে হৃদযন্ত্রের উপর চাপ পড়ে। হঠাৎ করে হৃদস্পন্দন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়।

মানসিক চাপ বশে রাখবেন কী ভাবে?

ঘরে-বাইরে বাড়তে থাকা কাজের চাপ, উদ্বেগজনিত সমস্যা নতুন নয়। সরকারি-বেসরকারি যে যেমন সংস্থাতেই কাজ করুন না কেন, মানসিক টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় কম-বেশি সকলকেই। যার প্রভাব পড়ে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর। শারীরিক অন্যান্য জটিলতার মতো মানসিক সমস্যা চোখে দেখা যায় না বলে তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না অনেকে। কিন্তু এই চাপ বাড়তে থাকলে তার প্রভাব পড়ে ব্যক্তিগত জীবনে। বাড়তে থাকে অনিদ্রাজনিত সমস্যা। দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকা এই সমস্যাগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করতে ওষুধ নয়, ভরসা রাখুন দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক কিছু অভ্যাসের উপর। প্রতিদিনের রুটিনে কী কী পরিবর্তন আনলে মানসিক চাপ বশে থাকতে পারে মনোবিদেরা বলছেন, মানসিক চাপ, উদ্বেগহীন জীবন চাইলেও বর্তমান কর্মসংস্কৃতিতে তা মেনে চলা প্রায় অসম্ভব। তবু তার মধ্যে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে সু থাকতে নিয়মিত ধ্যান বা যোগাসন অভ্যাস করলে উপকার মিলবে। পছন্দের গান বা যন্ত্রসঙ্গীত শোনা, বই পড়াও এ ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর। চাপমুক্ত সুন্দর একটি সকাল শুরু করতে গেলে আগের রাতে পর্যাপ্ত ঘুম জরুরি। তাই সুস্থ থাকতে রাতে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমোনোর পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। ঘুম থেকে সাধারণত যে সময়ে ওঠেন, তার একটু আগে উঠতে পারলেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই সব বিষয়গুলিকে সংযোজন করা সম্ভব হবে। বেলা বাড়তে শুরু করলে নানা দিক থেকে বিভিন্ন রকম চিন্তা এসে ভিড় করতে থাকে। সেই সময়ে কাজে মন বসানোও মুশকিল হয়। তাই এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মত, একটানা কাজ না করে মাঝেমাঝে বিরতি নেওয়ার অভ্যাস করলে যে কোনও কাজই ফলপ্রসূ হতে পারে। বেশির ভাগ মানুষই সাধারণত সকালে শরীরচর্চা করেন। তবে নিশ্চিন্তের ঘুম আনতে সামান্য কিছু শরীরচর্চা রাতে ঘুমোনোর আগেও করে নেওয়া যায়। তবে দীর্ঘ দিন ধরে যদি অনিদ্রাজনিত সমস্যা থাকে, সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই ভাল।

দীর্ঘ জীবন ও তারুণ্যের রহস্য জানালেন প্রবীণ চিকিৎসক

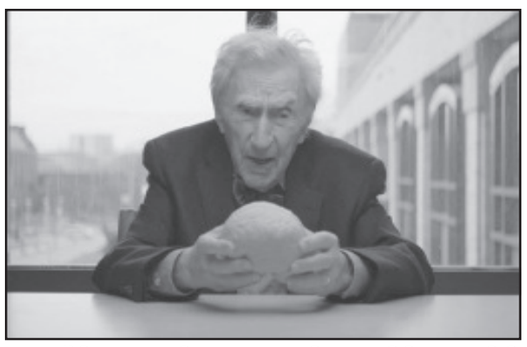

বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণ চিকিৎসক ১০৩ বছর বয়সি হাওয়ার্ড ট্যাকার সম্প্রতি বিখ্যাত সাময়িকী ন্যাশনাল জিওগ্রাফিককে তার সুদীর্ঘ জীবন-যাপনের রহস্য এবং সেই সম্পর্কিত পরামর্শ দিয়েছেন। দীর্ঘায়ু এবং সুস্থভাবে জীবন যাপনের পরামর্শ অনেক ভাবেই পাওয়া যায়, কিন্তু কে যথাযথভাবে এসব জানাতে পারেন, যদি না সেই ব্যক্তি নিজেই তা সফলভাবে অর্জন না করেন? এমন প্রশ্ন অনেকের মনে উঁকি দেয়।

হাওয়ার্ড ট্যাকার তার দীর্ঘায়ুর রহস্য সম্পর্কে বলেন, 'জ্ঞান অর্জন ও মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রতি অবিচল মনোভাব থাকতে হবে।' গত বছরই তিনি বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণ চিকিৎসক হয়ে ওঠেন এবং টিকটকে তার এক লাখ দুই হাজার ফলোয়ার রয়েছে।

ট্যাকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন যার মধ্যে অন্যতম হলো ৮০ বছর বয়সের পর বড় ধরনের ভুল ধারণাটি ভেঙে দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, 'অনেকে ভাবেন যে, ৮০ বছর বয়সের পর সবাই মানসিকভাবে দুর্বল এবং অ্যালঝাইমার অথবা ডিমেনশিয়ায় ভুগতে শুরু করেন। কিন্তু এটি সত্যি নয়। অনেক শতবর্ষী মানুষ রয়েছেন যারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ।' চিকিৎসকের সামনে বয়সের নেতিবাচক প্রভাব কখন অনুভব করতে শুরু করেন? এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'যখন আমি কারো সঙ্গে কোন চিকিৎসকের কাছে যাই, তারা সাধারণত অন্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং আমাকে উপেক্ষা করেন, কারণ তারা মনে করেন যে আমি হয়তো ভালোভাবে কিছুই বুঝতে পারি না।'

অ্যালঝাইমারের ইতিহাস যাদের পরিবারে রয়েছে, তাদের জন্য কী পরামর্শ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সক্রিয় থাকুন, এড়িয়ে চলুন যারা আপনাকে চ্যালেঞ্জ করবে, পড়াশোনা চালিয়ে যান, জীবন নিয়ে উজ্জীবিত দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখুন। যদিও আমি কিছু প্রতিভাবান মানুষকে জানি, যারা মেধাবী ছিলেন কিন্তু তার পরেও অ্যালঝাইমারে আক্রান্ত হয়েছিল।' কগনিটিভ লংজেভিটি নিয়ে আপনার মত কী, কোনো সাপ্লিমেন্ট বা ওষুধ সত্যিই এটি প্রতিরোধে কার্যকর? এমন প্রশ্নে ট্যাকার বলেন, 'কিছু মানুষ বলে হ্যাঁ, আর কিছু মানুষ বলছে না। আমি বলব যে, এখনকার চিকিৎসকরা সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের পরামর্শ দেন, যা আগে তারা করতেন না।'

তারুণ্য ধরে রাখতে কি করা উচিত এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'শারীরিক ও মানসিকভাবে উজ্জীবিত থাকা গুরুত্বপূর্ণ। শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হাঁটা যথেষ্ট, মানসিকভাবে ভালো থাকতে পড়াশোনা করা এবং ধাঁধা সমাধান করা এবং তরুণ বয়সিদের সঙ্গে সময় কাটানো খুবই উপকারী।'

বাইরের পরিবেশ, দূষণের প্রভাব কিভাবে আমাদের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুকে প্রভাবিত করে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'আমি জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে জানি না, তবে দূষণ অবশ্যই দীর্ঘায়ুর জন্য ক্ষতিকর। যারা দূষিত পরিবেশে অবস্থান করেন তাদের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয় এবং আয়ুষ্কাল কমে যায়।'

ছোবল্
অভিজিৎ রায় চৌধুরী

সাঁপে ছোবল দিল
পথিকের 'পায়'
ছোবলের চোটে বির্ষ ফুটে
লেগে গেল 'তায়'
কোন ক্রমে পথিকের
ঘরে ফিরে আসা
যন্ত্রনায় দিশা হারা
পথিক বেচারা।
ব্যাথায় অসহ্য যন্ত্রনা জাগে
ছোট্ট ছেলেটা তার
শিয়রের আগে।
গামছায় বাঁধে গিঁট
পথিকের পায়।
কাঁদিয়া ছেলেটি তারি
এক করে হায় হায়।
ছেলে বলে কেন তুমি
ছেড়ে দিলে তারে?
বহু কষ্টে পথিক বলে
হাসালি মোরে।
নাঁগের কাজ নাঁগ করেছে
দিয়েছে ছেবল পায়
নাঁগেরে কামরানো কী
আমার শোভা পায়।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান। ছবি নিজস্ব।

আগরতলায় 'উপ-জাতীয় সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পর্যবক্ষণ শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক একদিনের সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মশালা

নতুন দিল্লি, ২৩ আগস্ট, ২০২৫, পিআইবি।। ত্রিপুরা সরকার এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহযোগিতায়, ২২শে আগস্ট ২০২৫ তারিখে আগরতলায় ''উপ-জাতীয় এসডিজি পর্যবেক্ষণ শক্তিশালীকরণ'' শীর্ষক একটি সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মশালার আয়োজন করেছে ভারত সরকারের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক (এমওএসপিআই)। কর্মশালায় বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন যারা এখনও তাদের নিজস্ব রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নির্দেশক কাঠামো তৈরির প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছেন।
ত্রিপুরা সরকারের পরিকল্পনা (পরিসংখ্যান) বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা তার উদ্বোধনী ভাষণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এসডিজি-র জন্য একটি সম্পূর্ণ-সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে, যা জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য, বিশেষ করে নারী, শিশু এবং সমাজের দুর্বল অংশের উপর জোর দেওয়ার একটি হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হচ্ছে। মূল বক্তব্য প্রদান করে, এমওএসপিআই-এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক শ্রী এস.সি. মালিক সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডা অর্জনের জন্য স্থানীয় পদক্ষেপ এবং ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজ্য ও জেলা সূচক কাঠামো (এসআইএফ/ডিআইএফ) প্রণয়নে জাতীয় সূচক কাঠামো (এনআইএফ) তৈরিতে এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে এমওএসপিআই-এর প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন তিনি। উচ্চমানের, সময়োপযোগী এবং সূক্ষ্ম তথ্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে শ্রী মালিক বলেন, পর্যবেক্ষণ নিজেই একটি লক্ষ্য নয় বরং উন্নয়নের ফলাফল উন্নত করার, অন্তর্ভুক্তিকে নিশ্চিত করার এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের কাছে পৌঁছানোর একটি হাতিয়ার। তিনি আরও বলেন যে এসডিজি পর্যবেক্ষণকে বাস্তবায়নে শক্তিশালী করার জন্য রাজ্য, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এবং অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কাজ করার জন্য এমওএসপিআই-এর প্রতিশ্রুতির কথা পুনরায় ব্যক্ত করেছেন। নীতি আয়োগের সিনিয়র উপদেষ্টা শ্রী রাজীব সেন তার ভাষণে এসডিজি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা এবং প্রকল্পগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উপর জোর দিয়েছেন। ত্রিপুরা সরকারের পরিকল্পনা (পরিসংখ্যান) দপ্তরের বিশেষ সচিব শ্রী অভিষেক চন্দ্র তার ভাষণে রাজ্য-স্তরের ডেটা সিস্টেম এবং স্থানীয় এসডিজি পর্যবেক্ষণকে শক্তিশালী করে ২০৩০ এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করেছেন। ইউএনডিপি-র প্রতিনিধি, নীতি বিশেষজ্ঞ শ্রী জয়মন উথুপ ভারত সরকার এবং রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে শক্তিশালী ডেটা সিস্টেম, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা তৈরিতে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়েছেন।
ভারতের জাতীয় সূচক কাঠামো (এনআইএফ) এবং উপ-জাতীয় সূচক কাঠামোর মাধ্যমে এসডিজি-র পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন এমওএসপিআই-এর যুগ্ম পরিচালক শ্রীমতী সৌমা সাক্ষী এবং উপ-পরিচালক শ্রী অভিষেক গৌরব। এমওএসপিআই জোর দিয়ে বলেন, রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি উপ-জাতীয় স্তরে এসডিজি পর্যবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ। ২০১৯ সালে, এমওএসপিআই রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য তাদের উপ-জাতীয় এসডিজি পর্যবেক্ষণ কাঠামো তৈরির জন্য নির্দেশিকা জারি করেছিল, যা ২০২২ সালের মার্চ মাসে আপডেট করা হয় এবং 'উপ-জাতীয় স্তরে এসডিজি-র উপর পর্যবেক্ষণ কাঠামোর নির্দেশিকা' প্রতিবেদন হিসাবে প্রকাশিত হয় এবং এসআইএফ তৈরির জন্য সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রচারিত হয়। ইউএনডিপি-র প্রতিনিধি স্থানীয়করণের উপর বিশেষ জোর দিয়ে এসডিজি পর্যবেক্ষণে বিশ্বব্যাপী সেরা অনুশীলনগুলির কথা তুলে ধরে আলোচনা করেন। এরপর, ত্রিপুরা সরকারের ডিইএস এর যুগ্ম সচিব শ্রী চিরঞ্জীব ঘোষ আলোচনাকালে রাজ্য নির্দেশক কাঠামো (এসআইএফ) উন্নয়নের বিষয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।
কারিগরি অধিবেশনগুলি কেন্দ্রীভূত ছিল মূলতঃ প্রতিটি লক্ষ্য পর্যবেক্ষণের জন্য প্রাসঙ্গিক সূচক চিহ্নিতকরণ এবং খসড়া কাঠামো প্রস্তুত করার লক্ষ্যে দলগত অনুশীলনের মাধ্যমে রাজ্যের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়নের উপর। বক্তারা বিভাগীয় দায়িত্ব অর্পণ, সূচকগুলিকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং রাজ্য-নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন পরিকল্পনার উপরও জোর দিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সূচক কাঠামোর সাথে ক্রস-কাটিং অগ্রাধিকারগুলি - বিশেষ করে লিঙ্গ এবং জলবায়ু বিবেচনাকে একীভূত করে আলোচনা তুলে ধরেন। কর্মশালাটি সমস্ত অংশগ্রহণকারী রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে তাদের উপ-জাতীয় এসডিজি পর্যবেক্ষণ কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য, স্থানীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলিকে মোকাবেলা করার সময় জাতীয় সূচক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করার জন্য কর্মসংস্থানের আহ্বানের মাধ্যমে শেষ হয়। এতে প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি নির্ধারণ এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডার অধীনে লক্ষ্য অর্জনের প্রতি সমস্ত অংশীদারদের প্রতিশ্রুতির কথা পুনরায় তুলে ধরা হয়েছে।

গৌরব গগৈয়ের দাবি: রাজ্যের হাইওয়ে সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত টোল আদায় বন্ধ করতে হবে

গুয়াহাটি, ২৩ আগস্ট: আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং লোকসভায় বিরোধী দলের উপনেতা গৌরব গগৈ কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গড়করিকে চিঠি লিখে রাজ্যের জাতীয় সড়কগুলির দুরবস্থার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে দাবি করেছেন, যতক্ষণ না রাস্তার অবস্থা উন্নত হয় ও সেগুলি মোটর চলাচলের উপযোগী হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত টোল আদায় স্থগিত রাখতে হবে।
চিঠিতে গগৈ উল্লেখ করেন, এনএইচ-২৭ এবং এনএইচ-৩৭-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিতে বড় বড় গর্ত, অসম পিচ এবং নিয়মিত জলাবদ্ধতার কারণে যাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তবুও, ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া সোনাপুর-রাহা এবং বাইহাটা চারিয়ালি (মদনপুর) - নলবাড়ি (গাল্লা টোল প্লাজা) অংশে টোল আদায় চালিয়ে যাচ্ছে।
গগৈ বলেন, 'এই অবস্থা জীবনের ঝুঁকি সৃষ্টি করছে, গাড়ির ক্ষতি করছে এবং ভ্রমণের সময় ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে।' তিনি জানান, টোল প্লাজাগুলির বিরুদ্ধেই শুধু নয়, নতুন টোল প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ হয়েছে। বন্যা, বেকারত্ব এবং মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে টোল চার্জ বৃদ্ধি জনগণের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে।
ট্রাকচালক ও পরিবহণ সংস্থাগুলি অতিরিক্ত ব্যয়ের মুখে পড়ে পড়ছে, যার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়ছে বলে তিনি জানান।
চিঠিতে গগৈ সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক এক রায়ের উদাহরণ দেন, যেখানে কেরালার জুহ-৫৪৪ সম্পর্কে বলা হয়, যদি রাস্তার অবস্থা চলাচলের অযোগ্য হয়, তাহলে জনগণকে টোল দিতে বাধ্য করা যায় না। সেই রায়ে স্পষ্ট বলা হয়, নিরাপদ ও নিয়ন্ত্রিত রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা ছাড়া টোল আদায় অবৈধ। তিনি জানান, এর আগেও এনএইচ -৩৭ এর অবস্থা নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে জুহ-২৭ ও জুহ-৩৭ দুটোরই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।
সবশেষে গগৈ কেন্দ্রকে আহ্বান জানান, অবিলম্বে নির্দিষ্ট টোল প্লাজাগুলিতে টোল আদায় স্থগিত করে, রাস্তা সংস্কার সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ রাখতে হবে। একই সঙ্গে, আসামের সব টোল প্লাজায় একটি পূর্ণাঙ্গ অডিট করে রক্ষণাবেক্ষণ মানদণ্ড মেনে চলা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান।

গোলাঘাট উচ্ছেদ অভিযান: সুপ্রিম কোর্টের স্থিতাবস্থার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট: অসমের গোলাঘাট জেলার উরিয়ামঘাট ও সংলগ্ন গ্রামগুলিতে চলমান উচ্ছেদ ও ভাঙচুর অভিযান নিয়ে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত শুক্রবার (২২ আগস্ট) স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এর ফলে আপাতত সব ধরনের উচ্ছেদ কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।এই নির্দেশ আসে আবদুল খালেক সহ অন্যান্য আবেদনকারীদের দায়ের করা দুটি বিশেষ অনুমতি আবেদনের প্রেক্ষিতে, যেগুলি গৌহাটি হাইকোর্টের ১৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে।আবেদনকারীরা জানান, তারা দীর্ঘ সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে ওই অঞ্চলে বসবাস করছেন এবং 'দীর্ঘকালীন স্থায়ী বাসিন্দা' হওয়া সত্ত্বেও হাইকোর্ট তাদের জবরদস্তি উচ্ছেদ থেকে সুরক্ষা দিতে অস্বীকার করে। অভিযোগ, বন বিভাগের উচ্ছেদ নোটিশ যথাযথ প্রক্রিয়া, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কিংবা যথাযথ বসতি যাচাই ছাড়াই জারি করা হয়েছে, যা অসম বন বিধিমালা, ১৮৯১ এবং বনাধিকার আইন, ২০০৬ এর লঙ্ঘন।২০২৫ সালের জুলাই মাসে অসম সরকার আবেদনকারীদের সাত দিনের মধ্যে দয়াং এবং দক্ষিণ নামবর সংরক্ষিত বন এলাকা খালি করার নির্দেশ দেয়। আবেদনকারীরা গৌহাটি হাইকোর্টে গিয়ে হেরে যান, কারণ হাইকোর্ট তাঁদের "অবৈধ অনুপ্রবেশকারী" বলে চিহ্নিত করে।পরে সুপ্রিম কোর্টে আবেদনকারীরা জানান, তাঁদের কাছে বিদ্যুৎ সংযোগ, রেশন কার্ড এবং ভোটার তালিকাভুক্তির মতো প্রমাণ রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে তারা সরকার স্বীকৃত বাসিন্দা। তাঁরা আরও দাবি করেন, এই উচ্ছেদ ২০১৩ সালের 'স্থান অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনর্বাসন আইনের' এবং ২০১৫ সালের অসম বিধিরও লঙ্ঘন। একই সঙ্গে, ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ১৯, ২১, ২৫ ও ৩০০-এ অনুচ্ছেদের অধীনে তাঁদের মৌলিক অধিকারও লঙ্ঘিত হয়েছে বলে অভিযোগ।বিচারপতি পামিডিঘান্টম শ্রী নারসিমহা এবং অতুল এস. চন্দুরকরের বেঞ্চ মামলাটি শুনে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে নোটিশ জারি করতে বলেন এবং দ্রুত যোগাযোগের জন্য 'দস্তি' পরিষেবার অনুমতি দেন। আদালত নির্দেশ দেয়, এসএলপি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সব পক্ষ স্থিতাবস্থা বজায় রাখবে।আইন বিশ্লেষকদের মতে, এই মামলার রায় অসমে প্রশাসনিক ও নীতিগত পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী শুনানি এখন গোটা অঞ্চলের পক্ষপাতদুষ্ট জনগণ এবং আইনজীবী মহলে গভীর আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'একজন প্রকৃত আরএসএস মানুষ': উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিপক্ষ সিপি রাধাকৃষ্ণনকে নিয়ে মন্তব্য বিরোধী প্রার্থী বি. সুদর্শন রেড্ডির

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট : উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী বি. সুদর্শন রেড্ডি তাঁর প্রতিপক্ষ এনডিএ মনোনীত সিপি রাধাকৃষ্ণনকে এক 'প্রকৃত আরএসএস মানুষ' বলে অভিহিত করে জানান, তিনি ওই মতাদর্শে বিশ্বাস করেন না। শনিবার এক সাক্ষাৎকারে রেড্ডি বলেন, এই নির্বাচন কেবল দুই প্রার্থীর মধ্যেকার লড়াই নয়, বরং দুটি ভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে একটি স্পষ্ট সংঘর্ষ।
রেড্ডির কথায়, 'এটি শুধুমাত্র আমার ও রাধাকৃষ্ণন জির মধ্যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়। এটি এমন দুটি মতাদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যার মধ্যে একদিকে রয়েছেন একজন প্রকৃত আরএসএস মানুষ। আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বললে, আমি সেই মতাদর্শে বিশ্বাস করি না। আমি মূলত একজন উদারনৈতিক, সংবিধানপ্রধান ও গণতান্ত্রিক মানুষ।'
এই মন্তব্যের মাধ্যমে রেড্ডি স্পষ্টভাবে বিজেপি ও আরএসএস-এর রাজনৈতিক দর্শনের বিপরীতে তাঁর অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তাঁর প্রার্থীপদে সম্মতি দেওয়ার পূর্বে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে এটি ভারত জোটের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত।
তিনি বলেন, 'এই বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ এসেছিল ভারত জোটের তরফ থেকে। যদিও দলগতভাবে বলতে গেলে, কংগ্রেসই প্রথম প্রস্তাব দেয়। আমি তখন বলেছিলাম, যদি ভারত জোট আমাকে গ্রহণ করে, তবেই আমি প্রার্থী হব।'
রেড্ডি তাঁর সাক্ষাৎকারে আরও বলেন, দেশে গণতন্ত্র এখনও আছে, তবে তা চাপের মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন, 'একসময় আমরা বলতাম অর্থনীতিতে ঘাটতি আছে, আজ বলতে হচ্ছে আমাদের গণতন্ত্রেও ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। আমি এটা বলছি না যে ভারত আর গণতান্ত্রিক দেশ নয় আমরা এখনও সংবিধানিক গণতন্ত্র, তবে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।'
উল্লেখ্য, ৭৯ বছর বয়সী বি. সুদর্শন রেড্ডি একজন প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, যিনি ২০১১ সালে অবসর নেন। তিনি তেলেঙ্গানার বাসিন্দা ও আইনি মহলে সুপরিচিত। অন্যদিকে, ৬৮ বছর বয়সী সিপি রাধাকৃষ্ণান তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা করেন আরএসএস কর্মী হিসেবে। তিনি ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র ও অতিরিক্ত দায়িত্বে তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।
উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় সম্প্রতি শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করলে, নির্বাচন কমিশন ৯ই সেপ্টেম্বর উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে। এনডিএ রাধাকৃষ্ণনকে প্রার্থী করে, যার জবাবে বিরোধী জোট ভারত মনোনীত করে বি. সুদর্শন রেড্ডিকে।
এই নির্বাচন ভারতীয় রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ নিয়ে দুই বিপরীতমুখী মতাদর্শের মুখোমুখি সংঘর্ষ স্পষ্ট হচ্ছে।

ভারতীয় মহাকাশ ক্ষেত্রে 'সোনালি যুগ' মহাকাশ প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিংয়ের মন্তব্য

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট:নয়াদিল্লিতে জাতীয় মহাকাশ দিবসের দ্বিতীয় বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে মহাকাশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং ভারতের মহাকাশ খাতে বেসরকারি খাতের প্রবেশকে গত ১১ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংস্কার বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "রিফর্ম, পারফর্ম এবং ট্রান্সফর্ম"- এই তিন মন্ত্রকে ভিত্তি করে ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি আজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং বৈশ্বিক মহলে এক শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে।
প্রতিমন্ত্রী জানান, ভারতের প্রযুক্তি ও মহাকাশ ক্ষমতা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে, বিশেষ করে সম্প্রতি 'অপারেশন সিন্দুর' সময় দেশ যে কার্যকর এবং সুসংহত প্রযুক্তিগত সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে, তা গোটা পৃথিবী দেখেছে। ড. সিং স্মরণ করিয়ে দেন, আজ থেকে ঠিক দুই বছর আগে ভারতের চন্দ্রযান মিশন চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে অবতরণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করে, এবং ভারত বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে এই অঞ্চলে পা রাখে। এই অর্জন শুধু একটি বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব নয়, বরং গোটা বিশ্বকে স্পষ্ট বার্তা দেয় যে ভারত আর অনুসারী নয়, বরং মহাকাশ অন্বেষণে এক নেতৃত্বস্থানীয় শক্তি।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভারতের মহাকাশযাত্রার ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা বলেন, আগামী দিনে ভারত একাধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহাকাশ প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রসর হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গগনযান মিশন, যার মাধ্যমে প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারীদের মহাকাশে পাঠানো হবে। পাশাপাশি, ভারত ২০৩৫ সালের মধ্যে নিজস্ব একটি মহাকাশ স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা করছে, যার নাম হবে "ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন"। শুক্লা জানান, ভবিষ্যতে চাঁদের মাটিতে ভারতের মানুষের পদচিহ্ন রাখার লক্ষ্যও স্থির করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ মুহূর্তে জাপান এবং ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থাগুলিও ভারতের এই উদ্যোগে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র খোলা রয়েছে। তাঁর মতে, ভারতের জন্য এটি একটি সোনালি যুগ, যেখানে দেশীয় প্রযুক্তি, সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক মেধা আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত হচ্ছে।
অনুষ্ঠানে ইসরোর চেয়ারম্যান ড. ভি নারায়ণন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি বিশ্বের যেকোনও উন্নত মহাকাশ শক্তির সমতুল্য হয়ে উঠবে। চন্দ্রযান-৪ মিশন এবং শুক্র গ্রহে পাঠানোর উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত "ভেনাস অরবিটার মিশন" সহ একাধিক বড় প্রকল্পের কথা তিনি জানান। ড. নারায়ণন বলেন, ২০৩৫ সালের মধ্যে "ভারতীয় অন্তরীক্ষ স্টেশন"-এর পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে এবং তার প্রথম মডিউল ২০২৮ সালের মধ্যেই উৎক্ষেপণ করা হবে। এছাড়াও তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই 'এনজিএল' বা নেক্সট জেনারেশন লঞ্চার প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছেন, যা ভারতের উৎক্ষেপণ প্রযুক্তিকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করবে। ইসরো প্রধানের মতে, এই সব পরিকল্পনা এবং রূপায়ণের মাধ্যমে ভারত বৈজ্ঞানিক গবেষণার নতুন দিগন্তে পৌঁছাবে এবং বিশ্ব মহাকাশ মানচিত্রে নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করবে।
এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মহাকাশ গবেষণায় ভারত এখন শুধু সাফল্যের খতিয়ান গড়ছে না, বরং আগামী দশকে বৈশ্বিক নেতৃত্বের লক্ষ্যে এক সুসংগঠিত পরিকল্পনা অনুসরণ করছে। বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, সরকার ও ইসরোর সমন্বিত প্রচেষ্টাএই তিনের সমন্বয়েই ভারত মহাকাশ গবেষণায় এক নতুন দিগন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সার্কেল স্তরের ডাকটিকিট প্রদর্শনী ট্রাইপেক্স - ২০২৫ এর জন্য লোগো এবং প্রসপেক্টাস প্রকাশ

আগরতলা, ২২ আগস্ট,২০২৫: সার্কেল স্তরের ডাক টিকিট প্রদর্শনী, ট্রাইপেক্স-২০২৫ আগামী ২৯ অক্টোবর, থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হবে। যাতে ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণে ডাক টিকিটের সমৃদ্ধ ভূমিকা প্রদর্শন করবে।
ডাক টিকিট সংগ্রহ কেবল একটি শখ নয়, আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধ জাতীয় ঐতিহ্যের প্রবেশদ্বার। ট্রাইপেক্স - ২০২৫ শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং সব বয়সের মানুষের মধ্যে ডাকটিকিটের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
শিলং-এর উত্তর -পূর্ব সার্কেলের চীফ পোস্টমাস্টার জেনারেল এবং আগরতলার উত্তর-পূর্ব-১ সার্কেলের পোস্টমাস্টার জেনারেল ট্রাইপেক্স-২০২৫ এর আয়োজক, অংশগ্রহণকারী এবং অতিথি অভ্যাগতদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তারা আশা প্রকাশ করেন যে, এই অনুষ্ঠানটি উত্তর-পূর্ব সার্কেল জুড়ে ডাকটিকিট সংগ্রহকারীদের একত্রিত করবে, বন্ধুত্বের মনোভাব, জ্ঞান ভাগ করে নেবার এবং ডাক টিকিটের ঐতিহ্যের গভীর উপলব্ধি গড়ে তুলবে।

শশী থারুর : 'অবশেষে একজন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পেল ভারত'

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট : অবশেষে ভারতের জন্য একজন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ হয়েছে, এবং তা নিয়ে কংগ্রেস নেতা শশী থারুর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সার্জিও গোরকে ভারতের জন্য নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর থারুর এক্স-এ প্রতিক্রিয়া জানান।
থারুর একটি পোস্ট শেয়ার করেন যা করেছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট আশা জাদেজা মোতওয়ানি। সেই পোস্টে মোতওয়ানি লেখেন, "ট্রাম্প তাঁর ঘনিষ্ঠ সার্কেলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করেছেন।" তিনি আরও উল্লেখ করেন, গোরের মাধ্যমে ভারত এমন একজনের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবে, যিনি সরাসরি হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যুক্ত এবং যিনি অকপটভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।
মোতওয়ানি লিখেছেন, "ভারতের এখন প্রয়োজন অত্যন্ত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া। এটাই আমাদের সুযোগ বিশ্বের দুই বৃহৎ গণতন্ত্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার।"শশী থারুর সেই পোস্টটিকে "রুচিকর" বলে মন্তব্য করেন এবং লেখেন, "যাই হোক, অবশেষে আমাদের দেশে একজন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আসছেন, এটা ভালো।" থারুর আরও বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিয়োগও যদি দ্রুত নিশ্চিত হয়, তাহলে দুই দেশের মধ্যে একটি আরও "স্থিতিশীল কথোপকথনের পরিসর" তৈরি হবে।শুক্রবার, ট্রাম্প ঘোষণা করেন যে, প্রেসিডেনশিয়াল পার্সোনেল অফিসের বর্তমান পরিচালক সার্জিও গোরকে ভারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া সংক্রান্ত বিশেষ দূত হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। উজবেকিস্তানের তাসখন্দে জন্মগ্রহণকারী ৩৮ বছর বয়সী গোরকে ট্রাম্প নিজের "প্রিয় বন্ধু" বলেও অভিহিত করেছেন।এই নিয়োগকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন ভারতীয় কূটনীতিকরা, বিশেষ করে এমন সময় যখন ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্কে কিছুটা শীতলতা রয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপানো হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে।বিশ্লেষকদের মতে, গোরের মতো ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ কাউকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানো, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের একটি কৌশল হতে পারে, বিশেষ করে ২০২৪ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলের পরবর্তী পরিস্থিতিতে।

ইটানগরে মাদক পাচার কাণ্ডে অসম যুবক ও এক সাংবাদিক গ্রেফতার

ইটানগর, ২৩ আগস্ট : অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগরের চিম্পু এলাকায় মাদক পাচারের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার, ২২ আগস্ট, একটি বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চিম্পু চেকপোস্টে একটি সাদা রঙের গ্র্যান্ড ভিটারা গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সাংবাদিক ও অসমের উত্তর লখিমপুর জেলার এক যুবককে আটক করা হয়। অভিযানের নেতৃত্ব দেন ইটানগরের এসডিপিও ডিএসপি কেঙ্গো দিরচি, ওসি ইনস্পেক্টর এন. নিশান্ত এবং চিম্পু থানা পুলিশ দল। সার্বিক পর্যবেক্ষণে ছিলেন ইটানগর পুলিশ সুপার জুম্মার বাসার। তল্লাশির সময় আইনি প্রক্রিয়া মেনে একজন স্পেশাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (নারকোটিকস) ও একজন নিরপেক্ষ সাক্ষী উপস্থিত ছিলেন।
গ্রেফতার হওয়া দু'জনের মধ্যে একজন হলেন উইলিয়াম তানা তারা (২৭), অল নিশি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন সম্পাদক, যিনি একইসাথে একটি সংবাদমাধ্যম-এর প্রেস আইডি কার্ডধারী। অপরজন বিকি ফুকন (২৮), অসমের উত্তর লখিমপুরের বাসিন্দা, বর্তমানে ইটানগরের এইচ-সেক্টরের বাসিন্দা। পুলিশ জানায়, উইলিয়াম তারার কাছ থেকে ১০টির বেশি হেরোইন ভায়াল (মোট ২.৫ গ্রাম), ৪টি খালি ভায়াল, নগদ অর্থ, একাধিক মোবাইল ফোন, প্রেস আইডি কার্ড এবং সংশ্লিষ্ট গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে।
এই ঘটনার পর চিম্পু থানায় এনডিপিএস আইনের ধারা ২১(ক)/২৭এ/২৯ অনুযায়ী মামলা (মামলা নম্বর: ৫৭/২০২৫) দায়ের হয়েছে। পুলিশ এখন তদন্তের মাধ্যমে বৃহত্তর মাদক সরবরাহ চক্রের খোঁজে তৎপর। ইটানগর ক্যাপিটাল পুলিশ জানিয়েছে, মাদকের বিরুদ্ধে তাদের 'জিরো টলারেন্স' নীতি চলবে এবং মাদক পাচারে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গ্লেসিয়াল লেক অভিযানে ডোংখা লা পাস অতিক্রম উচ্চতা জরিপ সম্পন্ন

গ্যাংটক, ২৩ অগাস্ট : গ্লেসিয়াল লেক এক্সপিডিশন টিম সফলভাবে ১৮, ২০০ ফুট উচ্চতার ডোংখা লা পাস অতিক্রম করে সিকিম হিমালয়ের মালভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করেছে অভিযানের তৃতীয় দিনে।
দিনের শুরুতে, দলটি পবিত্র গুরুদোংমার হ্রদে পৌঁছায় এবং অভিযানের নিরাপদ ও সফল সমাপ্তির জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।
এরপর তারা ১৮,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত দোরজিলা শৃঙ্গে আরোহণ করে, যেখানে তারা চোম্বু ভ্যালির নিম্নপ্রবাহে প্রাথমিক এক জরিপ পরিচালনা করে।
এই জরিপের মূল লক্ষ্য ছিল হিমবাহ হ্রদের অতিবিস্ফোরণজনিত বন্যা এর ঝুঁকি কমাতে কাঠামোগত হস্তক্ষেপের সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন করা।
এর পর এক্সপিডিশন দল করেং-এ পৌঁছে আইটিবিপি (ইন্দো-তিব্বতীয় সীমান্ত পুলিশ) কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে যোগাযোগ কৌশল নিয়েযা কার্যকর প্রাথমিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা তৈরির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
দুপুরের খাবারের পর, দলটি থাঙ্গু ভ্যালির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এবং দিনের কার্যক্রম শেষ করে সেনাবাহিনীর ট্রানজিট ক্যাম্পে বিশ্রামে যায়, অভিযানের পরবর্তী ধাপের প্রস্তুতি নিতে।

“সিন্ধুর আহ্বান: স্বার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার, গৌরব পুনর্পতিষ্ঠা”

অর্জুন রাম মেঘওয়াল,কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সংসদ বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী, ভারত সরকার

বর্ষাঋতু শব্দটি ভারত জুড়ে আনন্দ ও গৌরবের সঞ্চার করেছে, উদ্ভাবনা, নবীকরণকে প্রতীকায়িত করছে এবং দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক যন্ত্রের চাকাকে অচিরেই গতি দান করতে শুরু করেছে। ভারতের ভৌগলিক সুবিধা, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, নদীগুলোর পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে চলেছে এবং দেশ জুড়ে জল সম্পদ উপচে পড়ছে। এ এক প্রগতির ঋতুকে চিহ্নিত করছে এবং যখন তা স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে জুড়ে গিয়েছে, তখন তা অবশ্যই দেশপ্রেমের এক অভূতপূর্ব সৌকর্য্যকে ছড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশে। লাল কেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ উচ্চচাকাঙ্খী নাগরিকদের জন্য পুনরায় এক আশা সঞ্চারক পরিকল্পনাকে উপহার রূপে নিয়ে এসেছে, এবং তা এক ‘বিকশিত ভারত’ গঠনের লক্ষ্যে অগ্রগতির পথকে খুলে দিয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে সংসদের বিশেষ বাদল অধিবেশন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এই অধিবেশন ভারতের জন্য গৌরব নিয়ে আসবে। ভারতীয় সৈনিকদের সাহসীকতা, অপারেশন সিন্দুরের সাফল্য, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসী কারখানাগুলিকে লক্ষ্য করে কঠোর সিদ্ধান্তমূলক আঘাত, এবং সিন্ধু জলচুক্তি (আইডব্লিউটি) স্থগিত করা---এই সবই ভারতের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ, দেশ ও জাতির মনোজগতের উপর এক অমোচনীয় ছাপ ফেলেছে। তথাপি সরকার যখন এই সমস্ত বিষয়ে খোলামেলা আলোচনায় আগ্রহী, তখন বিরোধীরা বেছে নিয়েছে বাধা দানের পথ---এই ভাবে তারা জনগণের বৃহত্তর স্বার্থকে নস্যাৎ করে বিতর্কের সময়কে রাজনৈতিক বাচালতায় পরিনত করেছে।

জাতীয় স্বার্থকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার কংগ্রেসী বদভ্যাসের বোঝা দীর্ঘ কাল ধরে বইতে হচ্ছে এই দেশ ও জাতিকে। দেশ বিভাগের করুণ পরিনতি থেকে শুরু করে নুহেরুবাদী কূটনীতির ব্যর্থতা যে ভারত নামক মহান ধারণাটিকে বিরোধীদের এই সমস্ত নীতি দুর্বল করে দিয়েছিল ইতিহাস তা উন্মোচিত করেছে।

সিন্ধু জলচুক্তি (১৯৬০)-এর প্রতি একটু নিবিড় দৃষ্টিপাত করলেই তোসামোদ করা আর অতি-উদারতা দেখানোর কাহিনি বেরিয়ে আসে---যা ছিল জনগণ ও দেশের উন্নয়নের পরিপন্থী---যা সরাসরি দেশ ও জাতির বিকাশের সম্ভাবনাকে ধুলিস্যাৎ করেছিল। এ এক গভীর উপহাস যা আমাদের নাগরিকদের কল্যাণ সাধনকে জলাঞ্জলি দিয়ে পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার পাটিগণিতের দ্বারা ভারতের উন্নয়নকে বলি দেওয়ার কুটিল অংক।

এর মূলে রয়েছে বিশ্ব ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় সিন্ধু নদী অববাহিকার জল বন্টনের কলাকৌশল, যে নদী প্রধানত ভারতেরই মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তার জল বন্টন এমন কায়দায় করা হল যা একান্তভাবেই পাকিস্তানের স্বার্থ (৮০:২০) রক্ষা করে। ভারতকে অবধারিতভাবেই তার পশ্চিমাঞ্চলের নদী সমূহ সিন্ধু, চিনাব ও ঝিলামের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা জরুরি ছিল, কেননা এই বিপুল জল সম্পদ খরা-প্রবণ বিশাল অঞ্চল পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও গুজরাটের চেহারাই বদলে দিতে পারত। যদি দেশের স্বার্ত রক্ষা করা হত, যদি জল সম্পদের পরিকাঠামোকে সঠিকভাবে কাজ লাগানো হত, তা হলে ওই অঞ্চলে সামগ্রিক উন্নয়নের গতিময়তা হত আরোও বহুগুণ বেশি শক্তিশালী।

যেভাবেই হোক, আশা করা হয় যে এই তাৎপর্য্যময় আত্মত্যাগ বৃহত্তর কূটনৈতিক লাভালাভের দিক থেকে সুফল দেবে, কিন্তু তা যে স্রেফ অলীক ধারণা ছিল সেটা প্রমাণিত। তা ছাড়া এই চুক্তি নিয়ে প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগত ত্রুটি উদ্বেগ আরোও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত করা হয়েছিল ১৯৬০-এর ১৯ শে সেপ্টেম্বর, কিন্তু ওটা সংসদের সামনে উপস্থাপন করা হয় দীর্ঘ দুই মাস পরে এবং মাত্র দুই ঘন্টার জন্য নাম কোয়াস্তে আলোচনা করা হয়েছিল। এবং তার অব্যবহিত পরেই চুক্তিটির বিভিন্ন দিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিচার বিবেচনা করে দেশের সমস্ত প্রথম সারির সংবাদপত্রের শিরোনামে গভীর উদ্বেগ ও বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছিল। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি নিয়ে সংসদের তাড়াহুড়ো করার আচরণ থেকে তৎকালীন নেতৃত্বের গণতান্ত্রিক বিচক্ষণতা, স্বচ্ছতা ও অনিষ্টকর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অসংখ্য মারাত্মক সব প্রশ্ন উঠে এল।

সংসদীয় বিবেচনা বোধের এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতীয় সংসদের ভেতর সিন্ধু চুক্তিকে অত্যন্ত কঠোর ও গুরুত্বপূর্ণ বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছিল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তখন ছিলেন একজন তরুণ সাংসদ, তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, বিপরীতে পাকাস্তানের এই অযৌক্তিক দাবীর পেছনে নেহেরুর যুক্তি ছিল এই চুক্তি দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক স্থাপন করবে, কিন্তু পরিনতিতে সেটা বিফলে গেল, সেটা যে মারাত্মক ভুল ছিল তা প্রমাণিত।

১৯৬০-এর ৩০ শে নভেম্বর ওই সংসদীয় বিতর্ক চলাকালে সমস্ত রাজনৈতিক দলই চুক্তি নিয়ে তুমুল সমালোচনায় মুখর হয়েছিল। অধিকাংশ সদস্যই দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পাকিস্তানকে তোষামোদ করে আত্মসমর্পন করার জন্য সরকারের সমালোচনা করেন এবং দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। রাজস্থানের কংগ্রেস সাংসদ শ্রী হরিশ চন্দ্র মাথুর, অশোক মেহতা, এ সি গুহ, কমিউনিস্ট পার্টির সাংসদ কেটিকে তাঙ্গামানি, সর্দার ইকবাল সিং, ব্রিজরাজ সিং চুক্তির প্রতিটি ছত্র ধরে ধরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এবং এই জল কূনীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া স্পষ্টতই দৃশ্যমান হয়েছিল সেই দিন। চুক্তিটি সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে যদি কিছু বলতে হয় তা হলে বলা যায় এটি হল “এক পক্ষের দেওয়া এবং দেওয়া-নেওয়া নয়।”

এই প্রক্ষাপটে, লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নেহেরু জবাব দিতে গিয়ে মারাত্মক রকমের বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলেছিলেন, বরং তিনি পাল্টা প্রশ্ন তুলে ছিলেন, এবং এমনকী তিনি মাননীয় সাংসদগণের সদিচ্ছা ও প্রজ্ঞার অবমূল্যায়ন পর্যন্ত করেছিলেন। জবাব দিতে গিয়ে তিনি সংসদীয় সমালোচনাকে প্রকৃত সত্য বুঝতে না পারা অক্ষমতা বলে অবহিত করেছিলেন এবং ওই সব সমালোচনা কারো কারো স্বার্থ সংস্লষ্ট বলেও ইঙ্গিত দিয়েছলেন তাঁর জবাবে। তিনি (নেহেরু) তারপর বলতে লাগলেন, “আমি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে এতটাই ব্যথিত যেএকটি বিষয় যা শুধু বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং এ ভবিষ্যতেও বিবেচিত হবেএতো পলকা ও এতো চটুল এবং এমন ক্ষুদ্র মনভাবাপন্ন।”

এই চুক্তি পাকিস্তানের জন্য একটি সুনিশ্চিত মাইলফলক হয়ে দেখা দিয়েছিল যা বিকৃত করেছিল ভারতের স্বার্থকে। আয়ুব খান একটি সরকারী বেতার সম্প্রচারে এই চুক্তির আইনগত ও বৌদ্ধিক দিকগুলি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গিয়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু নেহেরুবাদী কূটনৈতিক ব্যর্থতা চুক্তিটিকে পাকিস্তানের পক্ষে ঠেলে দেয়। ১৯৬০-এর ৪ সেপ্টেম্বর রাওলপিন্ডি থেকে সম্প্রচারিত ভাষণে আয়ুব খান বলেন, “আমরা এখন যে সমাধান পেয়েছি সেটা আদর্শানুগ নয়কিন্তু আমরা যেটা পেয়েছি সেটা পরিস্থিতির বিবেচনায় সেরা, তবে এর আইনগত ও বৌদ্ধিক দিকগুলি আমাদের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে।“ এই স্বীকারোক্তি থেকেই আজও বহু প্রশ্ন উঠে আসছে, দেখা যাচ্ছে, এর পেছনে রয়েছে এক অন্য উদ্দেশ্য যা জাতীয় স্বার্থকে ঠেলে দিচ্ছে পেছনে।

সিন্ধু চুক্তিকে বাতিল করার ঘটনা কূটনীতির অনেক উর্দ্ধে---এই ঘটনা ‘বিকশিত ভারত’২০৪৭’ অর্জন করার লক্ষ্যে ভারতের সংকল্পকে প্রতিফলিত করছে। জল সম্পদের আমাদের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করার মাধ্যমে, ভারত জলবায়ু সহনশীল পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারবে, সেচ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারবে এবং শিল্পোৎপাদনের প্রক্রয়াকে করতে পারবে গতিশীল---এইগুলি হল দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি। এই সিদ্ধান্ত একটি তামাদি হয়ে যাওয়া চুক্তির সঙ্গে আপোষ করার বিষয়টির অবসান ঘটিয়েছে এবং প্রগতির ভিত্তিপ্রস্তর রূপে জলের সার্বভৌমত্বকে পুনর্পতিষ্ঠিত করেছে। আত্ম-নির্ভরতা, স্থিতিশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সর্বব্যাপী বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবাধভাবে সঙ্গতি রেখে এগিয়ে যাওয়ার পথে এ এক সুদৃঢ় পদক্ষেপ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল:- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল: rainbowprintingworks@gmail.com

প্লাস্টিক বিরোধী অভিযানে নেমেছে বিলোনিয়া প্রশাসন

বিলোনিয়া, ২৩ আগস্ট:- বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিলোনিয়া শহর ও শহরতলী এলাকার বিভিন্ন দোকান অভিযান চালালো আধিকারিকরা। এই অভিযানে মেয়াদোত্তীর্ণ পন্য সামগ্রী নষ্ট সহ উদ্ধার করলো যাট কেজি প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ। এগারো হাজার টাকা জরিমানা এবং বিনামূল্যে পচনশীল ব্যাগ তুলে দেন দোকানের মালিকের হাতে। এছাড়া একুশজন দোকানের মালিককে শোকজ নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে জানান ডিসিএম সঞ্জয় শীল। শনিবার বিকেলে চলে এই অভিযান। বিলোনিয়া থানার পুলিশের সহযোগিতায় এই অভিযান চলে ডিসিএম সঞ্জয় শীলের নেতৃত্বে। বিলোনিয়া পুর এলাকার আর্য্য কলোনী ও গার্লস স্কুল সংলগ্ন দোকান গুলি সহ অভয়গঞ্জ বাজার, সিদ্দিনগর, একিনপুর এলাকার দোকান গুলিতে অভিযান চালায় বলে জানা যায়।

দক্ষিণ জেলায় পর্যালোচনা বৈঠকে পঞ্চায়েত মন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ আগস্ট : আজ দক্ষিণ জেলা সদর বিলোনীয়া সার্কিট হাউসে রাজ্যের পঞ্চায়েত উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মনের পৌরহিত্যে এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা বৈঠকের শুরুতে মন্ত্রীকে উত্তরীয় ফুলের তোড়া দিয়ে বরন করে নেন।

এদিন পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সহকারী সভাধিপতি, বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গণ এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক গণ।

দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন বলেন,পঞ্চদশ অর্থ কমিশন, পিডিএফ ফান্ড এবং টাইড আন্টাইড ফান্ডের টাকা পঞ্চায়েত দপ্তর, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি,পঞ্চায়েত স্তরে, দেওয়া হয় তা কতটা ব্যায় করা হয়েছে, কতটা অব্যায়িত অবস্থায় আছে সে সব বিষয়ে আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি নতুন পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণ, প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত সমিতির হল ঘর নির্মান, মূখ্য মন্ত্রী মডেল ভিলেজ ইত্যাদি যে সমস্ত খাতে টাকা সময়ে সময়ে দেওয়া হয়ে থাকে সে গুলো কতটা ব্যয় হয়েছে তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তাছাড়া, যা বাকি রয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যয় করা এই সমস্ত বিষয় গুলো নিয়ে আজকের পর্যালোচনা বৈঠকে আলোচনা করা হবে বলে জানান মন্ত্রী কিশোর বর্মন। পাশাপাশি পঞ্চায়েত দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ নিয়ে এদিনের পর্যালোচনা বৈঠকে আলোচনা করা হবে।

সার্ভে চলাকালীন

● প্রথম পাতার পর

সাকুর ও আব্দুল হালিমড্রোন চালকদের বাধা দেন। তাঁদের অভিযোগ, ড্রোনের মাধ্যমে তাঁদের বাড়ির আঙিনা ও মহিলাদের স্নানের দৃশ্য ধারণ করা হচ্ছে। বিষয়টি ঘিরে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। অভিযোগ, উত্তেজনার জেরে দুই যুবক ড্রোন কন্টোলার টেবিল ভাঙচুর করে এবং ড্রোনটি নষ্ট করে দেয়, এমনকি ড্রোন চালককে মারধরও করা হয়।

ঘটনার পর ড্রোন চালক কৈলাশহরের গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দা এবং তাঁর সহকর্মী ধুমাছড়া এলাকার বাসিন্দা বিষয়টি ইরানি থানায় জানালে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে বনদপ্তরের আধিকারিক ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিকও থানায় গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন।

অন্যদিকে, অভিযুক্তদের পিতা আব্দুল আজিজ সংবাদমাধ্যমকে জানান, তাঁদের বাড়িতে আগরবাগান নেই। কেন ড্রোন ওড়ানো হচ্ছিল সে বিষয়ে আগে থেকে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। তাঁর অভিযোগ, বাড়ির উপরে ড্রোন উড়িয়ে মহিলাদের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করা হচ্ছিল। প্রতিবাদ করাতেই দুই ছেলেকে ফাঁসানো হয়েছে। এ নিয়ে তিনিও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বর্তমানে ঘটনার তদন্ত চলছে। পুলিশ প্রশাসন তদন্তের মাধ্যমে আসল সত্য উদঘাটন করতে পারবে কি না, সেদিকেই এখন নজর।

কিশোরীর মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং জানান যে, তহশিল সদর দপ্তর থেকে শুরু করে আশপাশের এক কিলোমিটার জুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মেঘভাঙার ঘটনা প্রসঙ্গে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী সামাজিক মাধ্যমে একটি বার্তা দিয়ে বলেন, “গতরাতে চামোলি জেলার থারালি এলাকায় মেঘভাঙার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। এসডিআরএফ, পুলিশ ও প্রশাসন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে নিয়োজিত রয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি এবং ঈশ্বরের কাছে সবার নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করছি।” মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকেও জানানো হয়েছে যে, প্রয়োজনে অতিরিক্ত বাহিনী ও সম্পদ পাঠানো হবে।

এই ঘটনা আবারও সামনে এনে দিল পাহাড়ি রাজ্য উত্তরাখণ্ডের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি দুর্বলতা। গত কয়েক সপ্তাহে রাজ্যজুড়ে একাধিক মেঘভাঙা, ভূমিধস ও আকস্মিক বন্যার ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি উত্তরকাশীর ধারালি ও হরসিল এলাকায় মেঘভাঙার ফলে বহু মানুষ নিখোঁজ হন এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। চামোলির এই ঘটনা সেই তালিকায় নতুন সংযোজন।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর ইতিমধ্যেই রাজ্যে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত কমলা সতর্কতা জারি করেছে। বাগেশ্বর, পিথোরাগড়, টেহরি, দেরাদুন, নৈনিতাল ও উত্তরকাশী জেলায় অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রকাশ করা হয়েছে। তাই আগামী কয়েক দিন পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে নাগরিকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এবং গুজবে কান না দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি কোনও ধরনের প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনিক দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এই মুহূর্তে পুরো থারালি অঞ্চল বিপর্যস্ত। বহু পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়েছে, অনেকে এখনও নিখোঁজ। উদ্ধারকার্য চলছে, সেনা ও প্রশাসনের যৌথ প্রচেষ্টায় ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জীবিতদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে নয়, তবে প্রশাসনের তরফে সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে।

গণতান্ত্রিক লড়াই

● প্রথম পাতার পর

বলেন, ১৯৮৪ সালের ২৩ আগস্ট, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সংসদে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ষষ্ঠ তপশিলি জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় এক বিশেষ আইন প্রণয়ন করেন। তারই ভিত্তিতে গঠিত হয় ত্রিপুরা ট্রাইবল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)। তিনি আরও জানান, ২০০৮ সাল থেকে ২৩ আগস্ট দিনটিকে আমরা এডিসি দিবস হিসেবে পালন করে আসছি। আগামী দিনে দল বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় প্রচারসভা এবং সাংবিধানিক দাবির প্রচার চালাবে। কেন্দ্রের কাছে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবিকে আরও জোরদার করার জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

নিয়মিতকরণের দাবি

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষার কঠিন সিড়ি অতিক্রম করে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই শিক্ষকদেরই পাঁচ বছর অনিয়মিত হিসেবে কাজ করতে হয়। এই ক্ষেত্রে সরকারি নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ট্যাট শিক্ষকরা।

তাছাড়ও অভিযোগে বলা হয় যে ভারত সরকার ২০০৪ সাল থেকে ওল্ড পেনশন স্কিম বন্ধ করে দিয়েছে। যথারীতি এই রাজ্যে ২০১৮ সালে ওল্ড পেনশন স্কিম বন্ধ করে দিয়ে নিউ পেনসন স্কিম লাঘু করা হয়েছে। নিউ পেনশন স্কিম ইউ এন আই ফাইভ পেনশন স্কিমে আদৌ পেনশন পাবেন কিনা বা কিভাবে দেওয়া হবে তা নিয়ে অসস্তিতে রয়েছেন রাজ্যের শিক্ষকরা।

তাই এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ওল্ড পেনশন স্কিম চালু করা এবং নিয়মিত করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা টেট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন।

জনগণ যাতে

● প্রথম পাতার পর

আধিকারিক এবং অন্যান্যরা একটা টিম হিসেবে কাজ করছি এখানে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিচার বিভাগের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যা যা সহযোগিতার প্রয়োজন সেটা করা হবে। বিচার প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ, দ্রুত এবং সাধ্যের মধ্যে হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। মানুষ যাতে বিচার পেতে হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এতে বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা আরো বৃদ্ধি পাবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এম এস রামচন্দ্র রাও, বিদ্যুৎ ও কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড়, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, এডভোকেট জেনারেল শক্তিময় চক্রবর্তী, পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, আইন সচিব সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিচারক শুভাশিস শর্মা রায় সহ হাইকোর্ট, আইন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিক ও বিশিষ্ট আইনজীবীগণ।

এদিকে, বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ বলেছেন, মোহনপুরে নতুন সাব-ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও সিভিল জজ কোর্ট ভবনের উদ্বোধনের মাধ্যমে রাজ্যের বিচারপ্রদান ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছানোর এক নতুন মাইলফলক স্পর্শ করেছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. মানিক সাহা, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এম. এস. রামচন্দ্র রাওসহ অন্যান্য বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে আজ মোহনপুরে এই নতুন আদালত ভবনের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন সাধারণভাবে আদালত বা সরকারি ভবনের উদ্বোধন একটি নিয়মিত বিষয় হলেও মোহনপুরবাসীর কাছে আজকের দিনটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক। কারণ, আজ তারা পেলেন সুবিশাল, নান্দনিক, আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন এবং জনবান্ধব একটি স্থায়ী আদালত ভবন।

তিনি আরও বলেন এই আদালত ভবনটি ত্রিপুরার একটি মডেল ভবন, যা সত্যিই অত্যন্ত সুন্দর ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সমৃদ্ধ।

ঐদিন মন্ত্রী বলেন এই ভবনটি একটি বিশেষ স্থানে গড়ে উঠেছে। আশা করি আগামী দিনে এই আদালতকে সামনে রেখে রাজ্যের অন্যান্য আদালতও নির্মিত হবে। নতুন আদালত গড়ার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশিকা রয়েছে, এই ভবনে তার সবকটিই মানা হয়েছে। ২০২১ সালে আমি যখন রাজ্যের আইনমন্ত্রী ছিলাম, তখন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি অখিল কুরেশির উপস্থিতিতে এই ভবনের শিলান্যাস হয়েছিল। সরকারের বিভিন্ন দফতর ও হাইকোর্টের নিরলস সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলেই মাত্র চার বছরের মধ্যে এই ভবন বাস্তব রূপ পেল।

ভারতীয় সংবিধানকে বিশ্বের সেরা আখ্যা দিয়ে মন্ত্রী বলেন,আমাদের সংবিধান সত্যিই অনন্য। তবে সংবিধান প্রণেতাদের এই উচ্চকণ্ঠ বাক্যাবলী শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকবে যদি না তা বাস্তবায়িত হয় আইনসভা, নির্বাহী এবং বিচার বিভাগের নির্দিষ্ট ভূমিকার মাধ্যমে। আজকের এই উদ্বোধনের মাধ্যমে সেই স্বপ্ন আরও এক ধাপ পূর্ণতার দিকে এগোল। এটি রাজ্যের নির্বাহী সরকার ও বিচার বিভাগের সাফল্যের কাহিনিতে যুক্ত হলো নতুন পালক।

মন্ত্রী আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যের আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের সহযোগিতায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই দেশের সর্বোচ্চ মামলা নিষ্পত্তির হারের স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

তিনি বলেন আমরা সর্বদা চেষ্টা করব গণতন্ত্রের চার স্তম্ভ নির্বাহী, আইনসভা, বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যম যেন সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে ত্রিপুরাকে দেশের একটি অনন্য মডেল রাজ্যে পরিণত করতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই চার স্তম্ভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে ক্ষমতার ভারসাম্য ও দায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য। এখানে কোনো বৈষম্য চলবে না।

বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান

● প্রথম পাতার পর

সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

চলুবাড়ি হাই স্কুলে গিয়ে দেখা গেল অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রত্না চন্দ শিক্ষিকা অবসরে গিয়েও দশম শ্রেণীর বাংলা ক্লাস নিচ্ছেন। ছাত্র ছাত্রীরা শৃংখলার মাধ্যমে মন দিয়ে ক্লাস করছে। কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন,রত্না চন্দ ছোট কাল থেকে প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে গ্রেজুয়েশন করেন। ১৯৯০ সালে ৩রা ডিসেম্বর পূর্বতন গজরাজ পাড়া বর্তমান বামনছড়া ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি পান। ২৫ বছর বামনছড়া ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে চাকরি করে ২০১৫ সালে চলুবাড়ি হাই স্কুলে বদলি হয়ে আসেন। ২০২৩ ইং সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী শিক্ষকতার চাকরি থেকে অবসর নেন।

তিনি বলেন, বামনছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার অবস্থায় ওই বিদ্যালয়ের উনার দুই ছাত্র সুজিত দাস ও বিজয় দাস চলুবাড়ি হাই স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পান। সেই থেকে উনার উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। উনার ছাত্র ছাত্রীরা শুধু শিক্ষক শিক্ষিকা নয়, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আছে উনার ছাত্র ছাত্রীরা। রত্না চন্দ এই প্রতিবেদককে বলেন, তিনি প্রচার পছন্দ করেন না।বামনছড়া বাড়ি থেকে স্কুলে আসেন ৩/৪ কিলোমিটার পথ হেঁটে।চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকে স্কুলে এসে ক্লাস করেন। বিনা পারিশ্রমিকে। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ছাত্র ছাত্রীরা উনাকে খুব সম্মান করেন। ছাত্রীরা খুব ভাল পায় ম্যাডামকে (রত্না চন্দকে)।অবসর প্রাপ্ত শিক্ষিকা রত্না চন্দ বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করেন এই কথাটি বাইরের কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। বাড়িতে বিশেষ কাজ থাকলে ওইদিন স্কুলে আসতে পারেন না।

স্কুলের এক শিক্ষিকা বলেন, রত্না চন্দ শিক্ষিকা আমাদের গর্ব। অবসর নিয়ে শিক্ষকতা নয়, স্কুলের মিড ডে মিলের রান্নার খোঁজখবর নেওয়া, স্কুল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্র ছাত্রীদের খোঁজখবর নেওয়া সব কিছু দেখেন। উনার শিক্ষায় ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষিত হলে উনি স্বার্থক মনে করেন। উনার বিষয়ে জানালেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুজিত দাস।

ক্রীড়াঙ্গন

জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের কর্পোরেট ক্রিকেটে টুর্নামেন্টের ফাইনাল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেমিফাইনালের লাইন আপ চূড়ান্ত। আগামীকাল সকাল ৯ টায় প্রথম সেমিফাইনালে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এবং টিএসইসিএল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বেলা সাড়ে দশটায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক খেলবে টিএনজিসিএল-এর বিরুদ্ধে। খেলা জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত তৃতীয় কর্পোরেট টি-১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আমতলী প্লে গ্রাউন্ডে আজ, শনিবার থেকে দুদিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ১০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে আই এল এস হসপিটাল টিম ৪ উইকেট হারিয়ে ১২৯ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ১০ ওভার ফুরিয়ে যায়। চার রানে রোমাঞ্চকর জয় ছিনিয়ে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক সেমিফাইনালে পৌঁছায়। বিজয়ী দলের অলরাউন্ডার মিটন দাস প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। অপর কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ থেকে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক টিম ওয়াকওভার পেয়ে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামীকাল বেলা একটায় ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে এবং ম্যাচের শেষে মাঠেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের সুদৃশ্য ট্রফি এবং ব্যক্তিগত পুরস্কার সমূহ প্রদান করা হবে। এদিকে, খেলা শুরুর মুহূর্তে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল দু-দলের খেলোয়ারদের সঙ্গে পরিচিত হন। এ ধরনের টুর্নামেন্ট আয়োজনে উদ্যোক্তাদের ভূয়যী প্রশংসা করে আগামী দিনে উনার পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ অফিসার জিৎ ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ম্যাচ চলাকালীন সময়ে সমাজ সেবক মান্তু দেবনাথ, ভুলন সাহা, রাজীব পাল এবং বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়ী ডাক্তার রণবীর রায় প্রমুখ উপস্থিত থেকে উদ্যোক্তা এবং খেলোয়ারদের উৎসাহ প্রদান করেন। উদ্যোক্তা জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং সম্পাদক অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে স্পন্সরর, পৃষ্ঠপোষক, অংশগ্রহণকারী কর্পোরেট সেক্টরের খেলোয়াড় বৃন্দ সহ প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

জুয়েলসকে থামিয়ে সুপার ফোরের আশা টিকিয়ে রাখল রামকৃষ্ণ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে চলছে এখন ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের সুপার ফোরের ছাড়পত্র নেওয়ার লড়াই চলছে এখন।এমনই এক লড়াই পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শনিবার একমাত্র নৈশকালীন ম্যাচে মুখোমুখি হয় রামকৃষ্ণ ক্লাব ও জুয়েল এসোসিয়েশন। এই ম্যাচটি উভয় দলের কাছেই ছিল গুরুত্বপূর্ণ।কারণ রামকৃষ্ণ ক্লাব এর আগে ছয়টি ম্যাচে অংশ নিয়ে দখল করে মাত্র ছয় পয়েন্ট। অন্যদিকে তাদের প্রতিপক্ষ জুয়েলস পাঁচ ম্যাচ খেলে ৮ পয়েন্ট নিয়ে খানিকটা এগিয়ে। সুপার ফোরের লড়াইয়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে হলে জয় ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না উভয় দলের। এরকম একটি ম্যাচে শেষ পর্যন্ত জুয়েলসকে চাপের মধ্যে ফেলে দিয়ে পুরো পয়েন্ট নিয়ে খানিকটা যেন সুপারের আশা টিকিয়ে রাখলো রামকৃষ্ণ ক্লাব। নিজেদের অষ্টম ম্যাচে এদিন রামকৃষ্ণ ক্লাব ৪-২ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে জুয়েলসকে। নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রতিপক্ষ খানিকটা দুর্বল রামকৃষ্ণর কাছে হেরে স্বাভাবিকভাবেই যেন চাপে পড়ে গেল জুয়েলস। তবে দিনের এই ম্যাচে শুরুতেই যেন এগিয়ে থাকে জুয়েলস। যদিও তা ধরে রাখতে পারিনি দলের ফুটবলাররা। প্রতি আক্রমণ এনে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয় রামকৃষ্ণ ক্লাব। উভয় দলের লড়াই শুরু হওয়ার তিন মিনিটের মাথায় ওকরাম রসিত সিং প্রথম গোল করে এগিয়ে দেয় জুয়েলসকে। তার দেওয়া এই গোলটি পরিশোধ করতে ২৬ মিনিট লড়াই করতে হয় রামকৃষ্ণকে।

এস মেতাই ৩০ মিনিটে রামকৃষ্ণের পক্ষে প্রথম গোল করে সমতায় আনে ম্যাচ। শুধু তাই নয়, ৪৩ মিনিটে আরও একটি গোল করে রামকৃষ্ণকে এগিয়ে দেয় মেতাই। যা প্রথমার্ধের শেষ সময় পর্যন্ত বহাল থাকে।বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হলে জুয়েলস যেমন ব্যবধান কমানোর চেষ্টা চালায়, ঠিক তেমনি রামকৃষ্ণ ক্লাব প্রথমার্ধের গোল ব্যবধান ধরে রেখে নিশ্চিত জয়ের লক্ষ্যে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। প্রতি আক্রমণের এই লড়াইয়ে দারুন ভাবেই একসময় জমে উঠে ম্যাচ। অবশেষে ম্যাচের ৬৭ মিনিটের মাথায় রুংসকিম জুয়েলসের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করে সমতায় আনে ম্যাচ।এরপরই যেন দুই দলের ম্যাচের পারদ ক্রমশ বাড়তে থাকে।লড়াই যখন জমজমাট অবশ্যই তখন ৭৫ মিনিট ও ৮৩ মিনিটে মেতাই পরপর দুটি গোল করে রামকৃষ্ণের জয়ের পথ নিশ্চিত করার পাশাপাশি গোল ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়।অবশিষ্ট সময়ে নতুন করে আর কোন গোল না হওয়ায় রামকৃষ্ণ ৪-২ গোলের ব্যবধানে জুয়েলসকে হারিয়ে সুপারের আশা কার্যত অনেকটা টিকিয়ে রাখলো। উভয় দলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা।

ক্রীড়া আইন মেনে নির্বাচন চায় কেন্দ্র, তিন মাস পিছিয়ে যেতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ভোট

কলকাতা।। দেশের নতুন ক্রীড়া আইন মেনে হোক ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্বাচন। এমনই চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী সেপ্টেম্বরে বিসিসিআইয়ের নির্বাচন। সেই নির্বাচন নতুন ক্রীড়া আইন মেনে হবে, না লোধা আইন অনুসারে হবে, তা এখনও চূড়ান্ত নয় ।ক্রীড়া বিল আইনে পরিণত হলেও নিয়ম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সে কারণেই বিভ্রান্তি বা দ্বিধা। একটা সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোর্ড নির্বাচন চাইছে ক্রীড়ামন্ত্রক। তার মধ্যে নিয়ম নির্দিষ্ট হয়ে গেলে ক্রীড়া আইন অনুযায়ীই বিসিসিআই নির্বাচন হোক। তা সম্ভব না হলে আপাতত লোধা আইনে নির্বাচন হতে পারে। কিন্তু ক্রীড়া আইনের নিয়ম ঠিক হয়ে গেলে আবার নির্বাচন করতে হবে। তাই মনে করা হচ্ছে, তিন মাস পিছিয়ে যেতে পারে বিসিসিআইয়ের নির্বাচন। তিন মাস পর্যন্ত নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে বোর্ডের সংবিধান অনুযায়ী।কী ভাবে নির্বাচন হবে, তা ঠিক করতে ক্রীড়ামন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বিসিসিআই কর্তারা। মন্ত্রকের পরামর্শ মতো এগোতে চাইছেন তাঁরা। দু'বার করে নির্বাচনের পক্ষপাতী নন বিসিসিআই কর্তারা। প্রয়োজনে বোর্ডের নির্বাচন তিন মাস পিছিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করা হতে পারে ক্রীড়া আইনের নিয়মের জন্য। বিসিসিআই সূত্রে খবর, অধিকাংশ কর্তা লোধা আইন অনুযায়ী নির্বাচনের পক্ষে। যদিও সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে বিরোধে যেতে চান না তাঁরা।বিসিসিআই সভাপতি রজার বিন্নীর বয়স এখন ৭০। লোধা আইন অনুযায়ী, তিনি আর দায়িত্বে থাকতে পারবেন না। তাঁকে সরে যেতে হবে। আবার নতুন ক্রীড়া আইন অনুযায়ী, বিন্নী ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত দায়িত্বে থাকতে পারেন। ফলে প্রথমে লোধা আইনে নির্বাচন করে পরে আবার ক্রীড়া আইনে নির্বাচন হলে সমীকরণ বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। তাতে বোর্ডের ভিতরে অসন্তোষ তৈরি হতে পারে। সম্ভাব্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে চাইছেন কর্তারা। তাই নির্বাচন নিয়ে কিছুটা ধীরে চলো নীতি নিয়ে এগোতে চাইছে বিসিসিআই। উল্লেখ্য, লোধা আইন মেনে এখন বিসিসিআই পরিচালিত হয়।

বাধারঘাটে গুড মর্নিং ক্লাব আয়োজিত

জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপনে ক্রীড়া দপ্তরের বিশেষ উদ্যোগে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। হকির যাদুঘর ধ্যানচাদের জন্মদিন উপলক্ষে আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাচ্ছে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর। এতে বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হবে। এই লক্ষ্যে শনিবার শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে ক্রীড়া দপ্তরের এক গুরুত্বপুর্ন বৈঠক সম্পন্ন হলো। জাতীয় এই ক্রীড়া দিবসকে কেন্দ্র করে রাজ্যভিত্তিক একটি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে। এতে রাজ্যের হয়ে যাঁরা বিভিন্ন জাতীয় আসরে পদক অর্জন করেছে তাদের সংবর্ধিত করা হবে। সংবর্ধনা দেবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা সহ ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় প্রমুখ। ভগৎ সিং যুব আবাসে এদিন খোদ ক্রীড়া মন্ত্রীর পৌরহিত্যে সম্পন্ন হলো এই বৈঠক। এছাড়া, অন্যান্য আধিকারিকরাও এতে উপস্থিত ছিলেন।

অসুস্থ শুভমন, খেলবেন না ঘরোয়া ক্রিকেটে এশিয়া কাপের আগে উদ্বেগ ভারতের

নয়াদিল্লি।। এশিয়া কাপের আগে উদ্বেগ বাড়ল ভারতের। অসুস্থতার জন্য দলীপ ট্রফি থেকে ছিটকে গেলেন শুভমন গিল। তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উত্তরাঞ্চলকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়কের।টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে প্রথম সিরিজে নজর কেড়েছেন শুভমন। ব্যাট হাতে সাফল্য পেয়েছেন। অধিনায়ক হিসাবে ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ ড্র করেছেন। এশিয়া কাপে তিনিই ভারতের সহ-অধিনায়ক। কিন্তু প্রতিযোগিতার আগে তাঁর অসুস্থতা উদ্বেগ বৃদ্ধি করল ভারতের।ক্রিকেট সংক্রান্ত একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুভমন অসুস্থ। তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) চিকিৎসকেরা। শুভমন এখন চণ্ডীগড়ের বাড়িতে রয়েছেন। তবে শুভমনের অসুস্থতা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। উত্তরাঞ্চল এবং বিসিসিআই কর্তারা জানিয়েছেন, দলীপ ট্রফিতে শুভমনের খেলার সম্ভাবনা নেই। এশিয়া কাপের আগে ফর্মে থাকা ব্যাটারকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চান না ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। ফলে উত্তরাঞ্চলকে দলীপ ট্রফি খেলতে হবে শুভমনকে ছাড়াই। উল্লেখ্য, শুভমনই ছিলেন উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক।২৯ অগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হবে দলীপ ট্রফি। তার মধ্যেই ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এশিয়া কাপ। দলীপের শুধু প্রথম ম্যাচ খেলার কথা ছিল শুভমনের। সেই ম্যাচ খেলতে পারবেন না তিনি। আশা করা হচ্ছে, এশিয়া কাপের আগেই সুস্থ হয়ে যাবেন শুভমন। তাঁর খেলতে কোনও সমস্যা হবে না।এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম ম্যাচ ১০ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ম্যাচ ১০ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ওমানের মুখোমুখি হবে সূর্যকুমার যাদবের দল। সেই ম্যাচ হওয়ার কথা ১৪ সেপ্টেম্বর। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর ভারতীয় দলের আমিরশাহি পৌঁছে যাওয়ার কথা।

শক্তি বাড়িয়ে নিল মোহনবাগান, পাঁচ বছরের চুক্তিতে মেহতাব যোগ দিলেন সবুজ-মেরুন শিবিরে

কলকাতা।। মোহনবাগানে মেহতাব সিংহ। দেশের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার শনিবার সবুজ-মেরুন শিবিরের সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন। দু'পক্ষের কথাবার্তা আগেই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। মেডিক্যাল পরীক্ষার পর শনিবার সই করলেন মেহতাব।মুম্বই সিটি এফসি থেকে মেহতাব যোগ দেওয়ায় এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর আগে শক্তি বৃদ্ধি পেল মোহনবাগানের। পঞ্জাবের ফুটবলারকে পেতে মোটা ট্রান্সফার ফি দিতে হয়েছে সবুজ-মেরুন শিবিরকে। ২৭ বছরের ফুটবলার খেলতে পারেন সাইড ব্যাক পজিশনেও। তিনি যোগ দেওয়ায় মোহনবাগান কোচ হোসে মোলিনার হাতে বিকল্প আরও বাড়ল। কলকাতায় চার বছর খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ভারতীয় দলের ফুটবলারের। খেলেছেন ডার্বিও।মোহনবাগানে যোগ দিতে পেরে খুশি মেহতাব। তিনি বলেছেন, "ভারতের সব ফুটবলারের স্বপ্ন থাকে মোহনবাগানে খেলার। আমারও ছিল। সেই স্বপ্ন সফল হল। মোহনবাগান অত্যন্ত শক্তিশালী দল। জাতীয় দলের বেশির ভাগ ফুটবলার মোহনবাগানের হয়ে খেলে। ভাল মানের বেশ কয়েক জন বিদেশিও রয়েছে। কোচ অত্যন্ত সম্মানীয়, অভিজ্ঞ এবং সফল। ভারতীয় ফুটবলের মোহনবাগানের সুনাম এবং সাফল্য প্রশ্নাতীত। কলকাতার আরও ক্লাবের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু নিজেকে ফুটবলার হিসাবে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যেই মোলিনার প্রশিক্ষণে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" উল্লেখ্য, মুম্বই এফসির হয়ে দু'বার করে আইএসএল লিগ এবং শিল্ড জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে মেহতাবের। মুম্বইয়ের হয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলারও অভিজ্ঞতা রয়েছে মেহতাবের। সেই অভিজ্ঞতা এ বার মোহনবাগানের হয়ে কাজে লাগাতে চান তিনি। সবুজ-মেরুন সমর্থকদের জন্য নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চান তিনি।মেহতাব আসায় রাইট ব্যাক নিয়ে সমস্যা মিটতে চলেছে মোহনবাগানের। আশিস রাই ওই পজিশনে খেললেও তাঁর পারফরম্যান্স আশাপ্রদ নয়। অনেক ম্যাচেই প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারেননি তিনি। প্রয়োজনে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার হিসাবেও খেলতে পারবেন পঞ্জাবের ফুটবলার।রবসন রোবিনহোও দ্রুত সই করতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। আগামী সপ্তাহেই কলকাতায় আসার কথা তাঁর। ষষ্ঠ বিদেশি হিসাবে যোগ দেবেন তিনি। গত বারের পাঁচ বিদেশিকে ধরে রাখলেও ক্লাব ছেড়েছেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট। তাঁরই জায়গায় রবসনকে নেওয়া হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোর অধীনে বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসে খেলেছেন রবসন। তাঁকে নিতে চেয়েছিলেন লাল-হলুদ কোচ। কিন্তু প্রতিপক্ষ শিবিরে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।গত রবিবার ডুরান্ড কাপের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে মোহনবাগান। এ বার কলকাতা লিগেও পয়েন্ট নষ্ট করল তারা। বৃহস্পতিবার সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে কোনও রকমে ড্র করল মোহনবাগান। এই ম্যাচের পর পয়েন্ট তালিকায় পিছিয়ে পড়েছে সবুজ-মেরুন। নৈহাটি স্টেডিয়ামে সুরুচির বিরুদ্ধে প্রথম দলের অনেক ফুটবলারকে পায়নি মোহনবাগান। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দিকে তাকিয়ে দীপেন্দু বিশ্বাস, অভিষেক সূর্যবংশী, সুহের ভাটদের খেলানো হয়নি। ফলে দায়িত্ব ছিল করণ রাই, পাসাং দোরজি তামাং, লিওয়ান কাস্তানাদের উপর। তাঁর নজর কাড়তে ব্যর্থ। শুরু থেকেই মোহনবাগানের খেলায় বোঝাপড়ার অভাব স্পষ্ট ছিল। ফলে আক্রমণ তৈরি হচ্ছিল না। উল্টোদিকে সুরুচি এ বার ভাল খেলছে। সেটা তাদের খেলা দেখে বোঝা যাচ্ছিল। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে সুরুচিকে এগিয়ে দেন জোসেফ হাকিপ। ফলে ১-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধেও মোহনবাগানের খেলায় সেই ঝাঁজ দেখা যাচ্ছিল না। ডেগি কার্ডোজো সব রকম চেষ্টা করেও সুরুচির গোলের মুখ খুলকে পারছিলেন না। রঞ্জন ভট্টাচার্যের ছেলেদের রক্ষণ ছিল মজবুত। দেখে মনে হচ্ছিল, আরও একটা ম্যাচ হারতে হবে বাগানকে।

তবে খেলা শেষ হওয়ার আগে ৮৭ মিনিটেক মাথায় গোল করে সমতা ফেরান তুষার বিশ্বকর্মা। সমতা ফেরানোর পর বাগানের খেলায় ঝাঁজ দেখা যায়। কিন্তু আর গোল করতে পারেনি তারা।

১-১ গোলে শেষ হয় খেলা।এই ম্যাচের পর কলকাতা লিগের পয়েন্ট তালিকায় ছ'নম্বরে মোহনবাগান। ৭ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট তাদের। সুরুচি ৮ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে উঠে এসেছে। ৯ ম্যাচে ১৭ পয়েন নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। শীর্ষে পুলিশ এসি। ৯ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৮। কলকাতা লিগে দুই প্রধানকেই হারিয়েছে তারা।

এশিয়া কাপের আগে আবার 'গম্ভীর চাপ', চাকরি গেল ভারতীয় দলে ১৫ বছর ধরে থাকা এক সহকারীর

অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে ভরাডুবির পর ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ার এবং স্ট্রেনথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাইকে ছেঁটে ফেলেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। এশিয়া কাপের আগে সরিয়ে দেওয়া হল গৌতম গম্ভীরের আরও এক সহকারীকে। ভারতীয় দলের দীর্ঘ দিনের ম্যাসিওর রাজীব কুমারকে সরিয়ে দিল বিসিসিআই। প্রায় ১৫ বছর তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইংল্যান্ড সিরিজ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বোর্ডের চুক্তি ছিল। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, রাজীবের সঙ্গে নতুন করে আর চুক্তি করবে না বিসিসিআই। ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ এক জনের পরামর্শে রাজীবের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করছে না বোর্ড। যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে, সাপোর্ট স্টাফেরা দীর্ঘ দিন ধরে দলের সঙ্গে থাকলে তাঁদের কার্যকারিতা কমে যায়। তাঁদের পক্ষে নতুন কিছু দেওয়া সম্ভব হয় না। কোচ গম্ভীরও নাকি দীর্ঘ দিন ধরে দলের সঙ্গে থাকা সহকারীদের আর চাইছেন না। মূলত কোচের ইচ্ছাতেই রাজীবকে সরিয়ে দেওয়া হল বলে জানা গিয়েছে।রাজীবের বিদায় নিশ্চিত হওয়ার পর ভারতীয় দলের কোনও ম্যাসিওর থাকল না। বিসিসিআই সূত্রে খবর, এশিয়া কাপের আগে নতুন ম্যাসিওর নিয়োগ হবে। সূর্যকুমার যাদবের দলের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করবে বোর্ড।

এশিয়ান বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে উত্তর পূর্বাঞ্চলের দারুন সাফল্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ৫৭ তম এশিয়ান বডিবিল্ডিং ও ফিজিক স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলা বিভাগে স্বর্ণপদক অর্জন করলেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের বডিবিল্ডার ইয়াজিক হিলাং। ১৩০ সেন্টি মিটার ক্যাটাগরিতে এই পদক অর্জন করলেন তিনি। অপরদিকে একই ইভেন্টে চতুর্থ স্থান অর্জন করলেন স্বর্ণিম রাই। থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে চলছে এই আন্তর্জাতিক বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপ। এতে জাজ হিসেবে রয়েছে রাজ্য বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশন সংস্থার সভাপতি তনয় দাস। গোটা বিষয়টা নিয়ে খুশি প্রকাশ করলেন তনয় দাস। আন্তর্জাতিক আসরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের নাম আরো উজ্জ্বল করলো ইয়াজিক হিলাঙ। আগামী দিনে এর প্রভাবে রাজ্যে বডিবিল্ডিং এবং ফিটনেস বিষয়ক ক্রীড়া আঙিনায় বেশ উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

ধর্মনগর, আই টি আই- তে শূন্য আসনে

Walk-In- Admission এর মাধ্যমে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের অধীনস্ত ধর্মনগর, আই টি আই-এ বিভিন্ন ট্রেডে On Line ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর এখনও কিছু আসন খালি আছে। উক্ত খালি আসনের জন্য আই টি আই, ধর্মনগরে ২০২৫-২০২৬ ইং শিক্ষাবর্ষে Walk-In-Admission এর মাধ্যমে First Come First Serve (আগে আসলে আগে পাবে) ভিত্তিতে নিম্নে উল্লিখিত বিভিন্ন ট্রেডের শূন্য আসনে category অনুযায়ী ভর্তি করা হবে। ভর্তির সময় অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তীকালে কোন ধরনের দাবি/অনুরোধ গ্রহন করা হবে না।

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম এবং প্রশিক্ষনের সময়কাল	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শূন্য আসনের সংখ্যা			
			UR	SC	ST	Total
1	Fashion Design & Technology (1 Year)	মাধ্যমিক উত্তীর্ন	00	00	02	02

PH Category তে আসন সংরক্ষন ত্রিপুরা সরকারের বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

উপরিউক্ত আসনগুলিতে Category অনুযায়ী ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী Original নথিপত্র যথা-02 (Two) Passport Size Photograp, Madhyamik এর Admit, Mark Sheet & Certificate, Eight Pass এর Mark sheet & Birth Certificate, PRTC, Aadhaar Card, Ration Card, Bank Pass Book, Caste Certificate, PH / Ex- Serviceman প্রমাণপত্র এবং নগদ ১,০০০/- টাকা (Caution Money) সহ নিম্নে উল্লেখিত নির্ঘন্ট অনুসারে ধর্মনগর আই টি আই-এ স্বশরীরে উপস্থিত থেকে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে এবং ভর্তির সময় সব নথিপত্রের Self- attested Photo-copies জমা করতে হবে।

ভর্তির তারিখ : ২৬/০৮/২০২৫ থেকে ৩০/০৮/২০২৫ (শূন্য আসনের সাপেক্ষে

ভর্তির সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

ভর্তির স্থান : ITI, ধর্মনগর

আসন সংরক্ষন ত্রিপুরা সরকারের বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

বিস্তারিত জানার জন্য ITI, Dharmanagar এর ট্রেনিং সেকশনে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ICA/D-837/25

অধ্যক্ষ, আই টি আই, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা জাতি জনজাতির মিশ্র সংস্কৃতির একটা পীঠস্থান: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: জনজাতি অংশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে খুবই আন্তরিক রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার। সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা এমন একটা রাজ্য যেটা জাতি জনজাতির মিশ্র সংস্কৃতির একটা পীঠস্থান। গতকাল রাতে দক্ষিণ জেলার শান্তির বাজার মহকুমার অধীন মনু বাজারে ব্রু (রিয়াং) জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী ২৪তম রাজ্যভিত্তিক সংগ্রংমা পূজা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

বীরচন্দ্র মনুর ব্রু সংগ্রংমা মথহ সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী এই পূজা উপলক্ষে ব্রু (রিয়াং) জনজাতিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা।

তিনি বলেন, আজ সচিবালয়ে একটা ফাইল আমার টেবিলে আসে। সংগ্রংমা পূজা উপলক্ষে ছুটির জন্য এই ফাইল পেশ করা হয়। কিন্তু ফাইলে নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ না থাকায় একটা সংশয় দেখা দেয়। তাই যথাযথভাবে ফাইল পেশ করার পর এই বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে। রিয়াং ও ব্রু রিয়াং জনগোষ্ঠীর ভগবান হচ্ছেন দেবী সংগ্রংমা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবসময় একটা কথা বলেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস ও সবকা বিশ্বাস। রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকারও সেই দিশায় কাজ করছে। রাজ্যের ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে এই সরকার। আমরা চাই সবার উন্নতি।

সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা জাতি জনজাতির মিশ্র সংস্কৃতির একটা পীঠস্থান। আমাদের মধ্যে যে একটা অন্তরঙ্গতা বোধ সেটা যাতে কোনভাবেই বিনষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা সেই দিশায় কাজ করছি। আমাদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন যাতে আরো অটুট হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। দাবি থাকবে, আলোচনার মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত উপায়ে সেগুলির সমাধান করতে হবে।

আমরা চাই সবার মুখে যাতে হাসি থাকে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতদিন ধরে আমরা দেখেছি পূর্বের যে সরকার ছিল তারা কিভাবে সরকার পরিচালনা করেছে। জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন তৈরি করে সরকারে থাকার চেষ্টা করেছে। আর আমাদের সরকার কাউকে আলাদা করে দেখে না। কারণ সবার বিকাশই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। সবাইকে নিয়ে একসাথে চলা আমাদের উদ্দেশ্য। আজ সংগ্রংমা পূজা উপলক্ষে সবাই এখানে সমবেত হয়েছেন। যে গোষ্ঠীর যেকোন পূজা হোক না কেন সেটাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার নজরে দেখে আমাদের সরকার।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ইতিহাস আমাদের জানতে হবে। আমাদের উৎপত্তি, কৃষ্টি সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে জানা থাকতে হবে। আর সনাতন ধর্মকে ভুলে গেলে চলবে না। ভারতবর্ষে এত বিদেশী আক্রমনের পরও এই সনাতনী ধর্মের উপর ভিত্তি করে ভারতকে নষ্ট করতে পারে নি কেউ। ভারত সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। যতই বিনষ্ট করার চেষ্টা করুক, ভারত ভারতই থাকবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের ভারত। ২০১৪ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর ভারতকে এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জনজাতি অংশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে আন্তরিকভাবে কাজ করছেন তিনি। ভগবান বীরসা মুন্ডার প্রতি সম্মান জানিয়ে জনজাতীয় গৌরব দিবস চালু করেছেন তিনি। জনজাতি অংশের মহিলা প্রতিনিধি দ্রৌপদী মুর্মুকে দেশের রাষ্ট্রপতির আসনে বসিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সদস্য যিষ্ণু দেববর্মাকে তেলেঙ্গানার মতো বড় রাজ্যের রাজ্যপাল করা হয়েছে। আর সেটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কারণে। উদ্বোধকের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতিদের কিভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় সেটা কাজের মাধ্যমে করে দেখায় ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার। শুধু কথায় নয়, কাজের মাধ্যমেই জনজাতিদের উন্নয়ন করতে চায় এই সরকার। ত্রিপুরায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার আসার পর রাজ্যের বিশিষ্ট ৭ জন জনজাতি ব্যক্তিত্বকে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হয়েছে। ব্রু পরিবারগুলিকে যথাযথভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথমে তাদের ৫০০ কোটি টাকার প্যাকেজ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সেটা বৃদ্ধি করে ৮০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। ১২টি জায়গায় তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যে এসে ব্রু পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হয়েছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপিন দেববর্মা, এডিসির নির্বাহী সদস্যা ডলি রিয়াং, এডিসি সদস্য সঞ্জিত রিয়াং, রিয়াং কমিউনিটির রাই বিদ্যুৎ জয় রিয়াং, কংগ্রাম রিয়াং সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

মায়ের গমন আগামীকাল প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। অন্যান্য বছরের মত এবছরও আসন্ন দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে আগরতলা শহরে মায়ের গমন কার্নিভাল আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এক প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা ২৪শে আগস্ট বিকেল ৫টায় মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ড.) মানিক সাহা। এই আলোচনা সভায় আগরতলা পুর নিগম এবং পার্শবর্তী এলাকার দুর্গা পূজা আয়োজনকারী ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাগুলির সভাপতি এবং সম্পাদকদের উপস্থিত থাকার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে। এই আলোচনা সভায় মায়ের গমনের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণও উপস্থিত থাকবেন।

উত্তর ত্রিপুরায় শুরু হলো জেলাভিত্তিক স্কুল স্পোর্টস প্রতিযোগিতা

আগরতলা, ২৩ আগস্ট : আজ সকাল ১১টা নাগাদ ধর্মনগর বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশন ও বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক স্কুল স্পোর্টস প্রতিযোগিতা।

এদিন কাঞ্চনপুর, পানিসাগর ও ধর্মনগর মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে দুটি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়খো-খো ও দাবা। দাবা ইভেন্টে ১৪ বছর ও ১৭ বছর বয়সসীমার ছেলে ও মেয়েরা অংশ নেয়। মোট ৩৯ জন প্রতিযোগী দাবা খেলায় অংশগ্রহণ করে। এখান থেকে ১০ জন ছেলে ও ১০ জন মেয়ে বাছাই করা হবে রাজ্যস্তরে অংশগ্রহণের জন্য।

খো-খো ইভেন্টে ১৭ বছর বয়সসীমার ছেলে ও মেয়েদের মিলিয়ে মোট ৭২ জন অংশগ্রহণ করে। এখান থেকে ১২ জন ছেলে ও ১২ জন মেয়ে নির্বাচিত করা হবে রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার জন্য।

রাজ্যস্তরের দাবা প্রতিযোগিতা আগামী ২৬ আগস্ট আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে এবং খো-খো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে খোয়াই জেলায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর মনীশ পুরকায়স্থ, সিদ্ধান্ত চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

মনু বিধানসভায় ৩৯ পরিবারের ১১০ জন ভোটার বিজেপিতে যোগদান

আগরতলা, ২৩ আগস্ট : শনিবার বিকেলে মনু বিধানসভা কেন্দ্রের ফুলছড়ি এডিসি ভিলেজের গুনধন রোয়াজা পাড়া জেবি স্কুল প্রাঙ্গণে বিজেপি দলের এগারো নম্বর বুথ কমিটির উদ্যোগে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই যোগদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দলের মনু মণ্ডল সভাপতি বিপুল ভৌমিক সহ সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক সাধারণ সম্পাদক সমীর পাল সম্পাদক জীবনকৃষ্ণ ত্রিপুরা সহ অনান্য নেতৃত্ব।এদিনের আয়োজিত যোগদান সভায় মোট ৩৯ পরিবারের ১১০ জন ভোটার বিজেপি দলে শামিল হয়। এরমধ্যে তিপরা মথা থেকে যোগ দিয়েছে ৬৩ জন, সিপিআইএম থেকে ৪৪ জন এবং আইপিএফটি থেকে ৩ জন ভোটার। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মণ্ডল সভাপতি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সামাজিক ভাতা হরঘর জল প্রকল্প সহ অনান্য প্রকল্পের বিষয় তুলে ধরে বলেন,এই সরকারের সময়ে, সবকিছুই পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে, এই সরকারের সময়ে কোন

বিকশিত ত্রিপুরা গঠনে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে: মৎসমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: বিকশিত ত্রিপুরা তৈরীর জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যারা নেবেন তারা হলেন আমাদের রাজ্যের কৃষকগণ। কারণ কৃষকগণই হচ্ছেন আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করার প্রধান কারিগর। তাই আমাদের সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে মাছের চাষে, প্রাণী পালন ও নানা শষ্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের সার্বিকভাবে আত্মনির্ভর করা ও বিকশিত করা। আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিম জেলার মৎস্যচাষীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ও বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন।

তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা বিকশিত ত্রিপুরা ২০৪৭ ডকুমেন্টের সুচনা করেছেন। তিনি বলেন, ২০৪৭-এর বিকশিত ত্রিপুরা হবে সার্বিক ভাবে বিকশিত ত্রিপুরা সেখানে কোন দারিদ্রতা থাকবেনা। সেখানে কৃষকদের ক্ষমতায়নকে সুদৃঢ় ও নিশ্চিত করা হবে। তাই সরকার কৃষকদের উন্নয়নে বেশী করে বিভিন্ন অগ্রগতিমূলক সুপারিকল্পিত নীতি গ্রহণ করবে।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র কৃষিজাত ফসল উৎপাদনেই যেন কৃষকেরা থেমে না যান। প্রতিটি কৃষক পরিবার যাতে তাদের নিজের বাড়িতেই এক একটি ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম তৈরী করে তুলতে পারেন, সরকার কৃষকদের সেই লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে ৯৯ শতাংশ মানুষই মাছ খেয়ে থাকেন। এই ৯৯ শতাংশ মানুষের মাথাপিছু মাছের যোগান দিতে গিয়ে রাজ্যকে বহিরাজ্য থেকে মাছ আমদানি করতে হয়। আমাদের মাছচাষীদের লক্ষ্য হবে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে মাছের চাষ করে গড় চাহিদা অনুযায়ী মাছের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করা। এছাড়া এই মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যে শুধুমাত্র খাদ্যের চাহিদা পূরণ হবে তা নয়, সেই সাথে মৎস্যজীবিদের আর্থিক উন্নয়নও বাড়বে। কারণ মাছেরচাষ হল, অতি সহজে অর্জন করা একটি লাভ জনক ব্যবসা। মৎস্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে যদিও অনেক কৃষকগণই ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং এ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। সরকারও নানা সাহায্য সহায়তার মাধ্যমে তাদের আরো উৎসাহী করে তুলছে। মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস তার ভাষণে রাজ্যের সফল মৎস্যচাষী কল্যাণপুরের লালচান, মোহনপুর কাতলামারার সুজিৎ দাস, গোমতী জেলার প্রিয়াংকা দেব সরকারের সফলতার কাহিনী উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তারা প্রত্যেকেই মাছচাষের সাথে হাঁস, মুরগী পালন করে বছরে ১০ থেকে ২০ লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক মিনারানী সরকার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অন্তরা সরকার (দেব)।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জিরানীয়া, পুরাতন আগরতলা, বামুটিয়া ও মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ। অনুষ্ঠানে ৩০ জন মৎস্যজীবিকে ফ্লাড রিলিফ হিসেবে ৫৭৬০ টাকার চেক, ১৩২ জন মৎস্যজীবিকে মাছ সংরক্ষণ করে রাখার জন্য আইস বক্স এবং ১০ জন মৎস্যজীবিকে মাছ ধরার জাল দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে ১ জনকে ৫০ হাজার টাকার কেসিসি লোন দেওয়া হয়। মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস সহ অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে এই সহায়ক সামগ্রী তুলে দেন। এবছর ফ্লাড রিলিফ ফান্ডে পশ্চিম জেলার ২১৭৩ জন মৎস্যজীবি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে একথা জানান। পশ্চিম জেলা মৎস্য বিভাগের উপ অধিকর্তা অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন আশা সংগীত কলা কেন্দ্রের শিল্পীরা। ১ জনকে ৫০ হাজার টাকার কেসিসির লোন দে।

শান্তিরবাজার ক্যান্সারের উপর এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৩ আগস্ট : শান্তিরবাজার দেশবন্ধু ক্লাব প্রতিনিয়ত নানান সামাজিক কর্মসূচি করে যাচ্ছে। ক্লাবের সংস্থার লোকজনেরা সর্বদা লোকজনের সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়। এই ক্লাবের দুইজন পদাধিকারী প্রবীর বরণ দাস ও সত্যব্রত সাহা শান্তির বাজারের লোকজনের মনে বিশেষ স্থান অর্জন করেছে।

লোকজনেরা কোন প্রকার সহায়তার জন্য দুই ব্যক্তির কাছে গেলে খালি হাতে ফিরে আসেন না। এরই মধ্যে ক্লাবের উদ্দ্যোগে শান্তির বাজারে বসবাসকারী কেন্সার রোগে আক্রান্ত লোকজনদের সচেতনতার জন্য আগরতলার একটি ক্যান্সারের সংস্থার সহযোগীতা নিয়ে এক কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়।

আজকের এই কর্মসূচীর মাধ্যমে কিভাবে ক্যান্সার রোগকে প্রতিরোধ করাযায় এবং রোগে আক্রান্ত হলে কি কি করনীয় প্রয়োজন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা। এই কর্মসূচিতে ক্যান্সারে আক্রান্ত লোকজনদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা পরিক্ষা নিরিক্ষা করে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরন করা হয়।

পাচারকালে ৭০ লক্ষ টাকার গাঁজা আটক

আগরতলা, ২৩ আগস্ট : গোপন খবরের ভিত্তিতে কমলপুর থানার পুলিশ আজ সাইকা এলাকায় একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে। তল্লাশি চালিয়ে ২৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৭০ লক্ষাধিক টাকা হবে।

সাব ইন্সপেক্টরিয়ে মৃণাল পাল বলেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে কমলপুর দুর্গাচৌমুহনী নাকা পয়েন্টে খবর আসে আগরতলার দিক থেকে গাড়ি করে গাঁজা কমলপুরের দিকে আসবে। ওই খবরের পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু অভিযানের আঁচ করতে পেরে গাড়ির চালক পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে পুলিশ। আপার সাইকা এলাকায় আসামাত্রই ওই গাড়িটি ফেলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৭২ প্যাকেটে মোট ২৩০ কিলো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৭০ লক্ষাধিক টাকা হবে।

কদমতলায় দূর্গা পূজার চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে ডেপুটেশন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: গত বছর উত্তর জেলার কদমতলা বাজারে দূর্গা পূজার চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাকে আজও ভুলতে পারেনি ত্রিপুরাবাসী। তখন আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন শতাধিকের উপরে ব্যবসায়ীরা। পরে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন এক যুবকও। এবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে বিশেষ পদক্ষেপের দাবিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সনাতনী সমাজের পক্ষ থেকে কদমতলা ও চুরাইবাড়ি থানায় পৃথক ভাবে লিখিত ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

ডেপুটেশনে অভিযোগ করা হয়, আসন্ন দূর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে কিছু দুষ্কৃতী গত বছরের মতোই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের চেষ্টা করছে।

সম্প্রতি কদমতলা ও চুরাইবাড়ি থানা এলাকায় বাইক চুরি, আগর গাছ ক্রয় বিক্রয় নিয়ে বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটেছে,আর তা ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক রুপ নিতে পারে।

সংগঠনের দাবি, এই ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরাই পূর্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উসকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।তাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সনাতনী সমাজ পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছে, কয়েকজন দুষ্কৃতীর নাম চিহ্নিত করে তাঁদের আইনের আওতায় এনে জেল হাজতে রাখা হোক। সংগঠন স্পষ্ট জানিয়েছে, যদি পুলিশ প্রশাসন এই বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়, আর সেই কারণে দূর্গা পূজা কিংবা কালীপুজোয় আইনশৃঙ্খলার অবনতি বা দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হয়, তবে তার দায়ভার প্রশাসনকেই বহন করতে হবে।

যদিও সংগঠনের নেতৃত্বরা জানিয়েছেন, পুলিশ প্রশাসন তাঁদের আশ্বস্ত করেছে যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।এদিনের ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য কমিটির সদস্য অবিনাশ কৃষ্ণ দাস, বাগবাসা প্রখন্ড সভাপতি বিপ্রজিত দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিকাশ দেবনাথ সহ সনাতনী সমাজের নেতৃত্ববৃন্দ।

ছবি ও কবিতা এবং এগিয়ে চল সংঘের যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণাঞ্জলি অনুষ্ঠান ২৪শে

আগরতলা, ২৩ আগস্ট : ছবি ও কবিতা এবং এগিয়ে চল সংঘের যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণাঞ্জলি অনুষ্ঠান আগামী ২৪ আগস্ট বিকেল ৫ টায় সংঘের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র ও নজরুল সংগীত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের কবিতা আবৃত্তি এবং কবিদের উদ্দেশ্য করে স্বরচিত কবিতা পাঠ করবেন রাজ্যের বিশিষ্ট কবি, বাচিক শিল্পী এবং সঙ্গীতশিল্পী বৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ছবি ও কবিতার সভাপতি শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এগিয়ে চল সংঘের সভাপতি চঞ্চল নন্দী, সংঘের সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত। কবিদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করবেন ডঃ মুজাহিদ রহমান।অনুষ্ঠানে সবাই আমন্ত্রিতন

কংগ্রেসের উদ্যোগে ৪১ তম এডিসি দিবস উদযাপন

আগরতলা, ২৩ আগস্ট : যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ৪১ তম এডিসি দিবস উদযাপন করা হয়েছে।এদিন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, দলের অন্যান্য নেতা কর্মীরা। প্রয়াত নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে ত্রিপুরা সহ উত্তর—পূর্ব ভারতের চারটি রাজ্যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এদিন তিনি বলেন, ১৯৮৪ সালের ২৩ আগস্ট, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সংসদে সংবিধান সংশোধন করে ষষ্ঠ তপশিলি জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করেন। সেই সংশোধনের ফলেই ত্রিপুরা ট্রাইবল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর মতো সংস্থা গঠিত হয়। তিনি বলেন, এই দিনটি উত্তর-পূর্ব ভারতের তপশিলি জনগোষ্ঠীর কাছে ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাই প্রতিবছর এই দিনটিকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকি।

এদিকে, বর্তমান শাসক দলের প্রতি কটাক্ষ করে আশিস সাহা বলেন, রাজ্য এবং কেন্দ্র দুই জায়গাতেই বিজেপি সরকার অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। এডিসি-র ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১২৫তম সংবিধান সংশোধনী বিল আনার কথা হয়েছিল, কিন্তু গত সাড়ে নয় বছরে বিজেপি সরকার সেই বিলটি সংসদে আনেনি, পাশ তো দূরের কথা।

তিনি আরও বলেন, "এই বিল পাসের জন্য কংগ্রেস ভবিষ্যতে দিল্লিতে আন্দোলনের পথে হাঁটবে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই আন্দোলন আরও বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। এই আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণই ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক শক্তিকে শক্তিশালী করবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক কংগ্রেস নেতা বলেন, আদিবাসী সমাজের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় কংগ্রেস সবসময় তাদের পাশে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অনুষ্ঠান শেষে দলীয় কার্যালয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং আলোচনা সভার আয়োজনও করা হয়। তাঁর কথায়, এডিসি-র ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশ্নে তাঁরা কোনো আপস করবে না।

বিজেপির প্রাক্তন বুথ সভাপতির তিপ্রা মথা দলে যোগদান

আগরতলা, ২৩ আগস্ট : আজ দুপুরে বিজেপি দলের প্রাক্তন বুথ সভাপতির তিপরা মথায় যোগদান করেছেন। বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়াম সংলগ্ন চড়িলাম বিধানসভার তিপরা মথার দলীয় অফিসে যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের সর্বশেষ বুথ ৪৪ নং বুথের বিজেপি দলের প্রাক্তন সভাপতি দীপেন দেববর্মা সহ দুই পরিবারের ১১ জন ভোটার তিপরা মথা দলে যোগদান করে। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাদেরকে দলে বরণ করে নেয় দলের চড়িলাম ব্লক

নেশা কারবারীদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল জনগণ

আগরতলা, ২৩ আগস্ট : রাজধানীর রাধা মাধব উন্নয়ন সংঘ এলাকায় এক যুবককে নেশা সামগ্রী বিক্রয়ের সময় জনতা হাতে-নাতে ধরে ফেলে। পরে তাকে পুলিশে হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং স্থানীয় মানুষের মধ্যে স্বস্তির হাওয়া বইছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কয়েক মাস ধরেই এলাকায় একদল যুবক গোপনে নেশাজাত দ্রব্য বিক্রি করে আসছিল। এলাকা সংলগ্ন স্কুল, মন্দির ও আবাসিক বসতবাড়ি থাকার পরেও প্রশাসন এই বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছিল না। এলাকাবাসীরা জানান, তারা একাধিকবার এই বিষয়ে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানালেও তেমন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। এর ফলেই জনমনে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে।

শেষমেশ আজ সকালে এলাকাবাসী নিজেরাই উদ্যোগ নেন। বেশ কিছু মানুষ গোপনে অভিযুক্তদের গতিবিধির উপর নজরদারি চালাতে থাকেন। এক পর্যায়ে এক যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাকে আটক করা হয়। তার কাছে তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া যায় ব্রাউন সুগার, কিছু দামী সিগারেট, এবং নেশার অন্যান্য উপকরণ। আটক যুবককে ব্যাপক জেরা করে জানা যায়, সে এক মাদকচক্রের সদস্য এবং তার সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে, অভিযুক্তদের বাড়ি আগরতলার দশমীঘাট এলাকায়। অভিযুক্তের এক সঙ্গী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে আসে পুলিশ। অভিযুক্ত যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তারা পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে এবং মাদক চক্রের মূল মাথাদের খুঁজে বের করতে তৎপরতা চালাচ্ছে।

এই সাহসিক কাজের জন্য এলাকাবাসী প্রশংসা পাচ্ছেন সমাজের বিভিন্ন মহল থেকে। তারা প্রমাণ করে দিয়েছেন, প্রশাসন নিরব থাকলে সাধারণ মানুষও মাদক চক্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। স্থানীয় এক প্রবীণ নাগরিক বলেন, 'যদি আমরা চুপ থাকতাম, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংসের দিকে চলে যেত। পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে আমরা নেবই। আজ সেই প্রথম পদক্ষেপ আমরা নিলাম। এই ঘটনা ফের একবার প্রমাণ করলো যে, মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই কেবল প্রশাসনের একার দায়িত্ব নয়, সাধারণ মানুষকেও তাতে ভূমিকা রাখতে হবে। পুলিশ ও জনগণের সম্মিলিত চেষ্টাতেই একমাত্র সম্ভব সমাজ থেকে নেশার কালো ছায়া দূর করা।

রাতের আঁধারে রামকৃষ্ণ সেবা মন্দিরে চুরি, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২৩ আগস্ট: এডিনগরস্থিত রামকৃষ্ণ সেবা মন্দিরে চুরির ঘটনা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। রাতের আঁধারে চোরের দল মন্দিরে হানা দিয়ে দেবীমূর্তির স্বর্ণের টিপ ও দুটি প্রণামী বাক্স ভেঙে নগদ অর্থ লুট করে পালিয়েছে। ওই ঘটনায় মন্দির চত্বর এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ ভোরবেলা মন্দিরের পুরোহিত প্রতিদিনের মতো পূজা দিতে এসে প্রথম ঘটনাটি লক্ষ্য করেন। মন্দিরে প্রবেশ করতেই তিনি দেখতে পান মা শারদার কপালে থাকা স্বর্ণের টিপ নেই এবং প্রণামী বাক্স দু'টি ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মন্দির কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়েছেন।

এদিকে খবর পেয়ে মন্দির কমিটির সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। এরপর স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, চোরেরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে মন্দিরের নিরাপত্তা ঘাটতি কাজে লাগিয়ে রাতের বেলা চুরি করে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মন্দিরে নিয়মিতভাবে ভক্তদের আনাগোনা থাকে এবং বহু মানুষ এখানে প্রণামী দিয়ে থাকেন। ফলে প্রণামী বাক্সে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ জমা ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে ঠিক কত টাকার প্রণামী লুট হয়েছে তা এখনও নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি।

এদিকে, চুরির ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, একটি ধর্মীয় স্থানে এমন চুরি অত্যন্ত নিন্দনীয়। তাঁরা প্রশাসনের কাছে মন্দিরে নিয়মিত নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মদিবস উপলক্ষে সামাজিক কর্মসূচি মহিলা কংগ্রেসের

আগরতলা, ২৩ আগস্ট : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্ম দিবস উপলক্ষে মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে নানা সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শনিবার বটতলায় মহিলাদের হাতে সেনেটারী ন্যাপকিন তুলে দেওয়া হয়।

ভারতরত্ন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মদিবসকে সামনে রেখে সারাদেশের সঙ্গে রাজ্যেও মহিলা কংগ্রেস মহিলা স্বাস্থ্য সংকল্প প্রিয়দর্শিনী উড়ান" কর্মসূচি পালন করছে। গত ২০শে আগস্ট রাজীব গান্ধীর জন্ম দিবস থেকে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি পালন। রাজ্যের নয়টি প্রশাসনিক জেলা স্তরে এই কর্মসূচি পালন করছে মহিলা মোর্চা। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে গরিব দুঃস্থ মহিলাদের হাতে স্যানিটারী ন্যাপকিন তুলে দিচ্ছে মহিলা কংগ্রেস কর্মীরা। মহিলাদের স্বাস্থ্য কমপক্ষে সচেতন করা এবং তাদেরকে সুস্থ রাখার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মহিলা কংগ্রেস। শনিবার বটতলা এলাকায় ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সদর জেলার উদ্যোগে বটতলা এলাকায় পথ চলতি মহিলাদের হাতে সেনেটারী ন্যাপকিন তুলে দেন ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বানী ঘোষ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য মহিলা কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বিলোনিয়ায় ম্যালেরিয়া নির্মূলিকরণে রক্ত পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

বিলোনিয়া, ২৩ আগস্ট: আজ বেলা এগারটায় ঋষ্যমুখ ব্লকের অধীন মনিরামপুর এডিসি ভিলেজের ভাস্কর পাড়ায় ম্যালেরিয়া নির্মূলিকরণের জন্য এক রক্ত পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ম্যালেরিয়া টেকনিক্যাল সুপার ভাইজার বিজয় চক্রবর্তী, আশাকর্মী, আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের এম পি ডব্লিউ কর্মীগন, শিবিরে শিশু সহ মোট পঞ্চাশ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় কারোর শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায়নি। এছাড়াও উপস্থিত সকলকে ঘুমানোর সময় মশাড়ী ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আরও বলেন বিলোনিয়া মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন ম্যালেরিয়া প্রবল এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas